SKETCHES BY HUTAM.

হুতম!

ব্যঙ্গ বর্ণন

ও

সাপ্তাহিক নক্‌সা।

ক্রুধ্যন্তি মুর্খা ন বিপশ্চিতো জনাঃ।
আকর্ণ্য তথ্যং বহুশোঽপভাষিতম্ ॥

ভাগ ১] [সংখ্যা ১

কলিকাতা শনিবার। ১২ই বৈশাখ। ইং ২৪শে এপ্রেল।

সংবৎ ১৯৩২। সন১২৮২ সাল। ইং ১৮৭৫।

হুতমের নিয়ম।

কলিকাতা।

হুতমের প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

মূল্যের নিয়ম।

বাৎসরিক	অগ্রিম	৪টাকা
ষাণ্মাসিক	,,	২॥০ ,,
মাসিক	,,	।৶০আনা

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে হুতম প্রেরিত হইবে না।

হুতম উড়িয়া যাইবেক, সুতরাং মফস্বলে অতিরিক্ত ডাকমাসুল লাগিবে না।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার, হুতুমের শেষ পৃষ্ঠায় করা যাইবেক।

মণি অর্ডার, ডাক টিকিট, রসিদ টিকিট, ইহারমধ্যে যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই হুতমের

প্রেরণ করিতে পারিবেন।
যিনি ডাক ও রসিদ টিকিট
ইবেন, তাঁহাকে ফিঃ টাকায়
একআনা হিসাবে ধরাট
হইবে।

হুতমে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রথম ও দ্বিতীয় বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা, তৃতীয় ও চতুর্থ বার ৴১০ দেড় আনা, তদধিক ৴০ আনা মাত্র।

মফঃস্বলে যাঁহার নিকট হুতম নিয়মিত সময়ে উপাস্থিত না হইবে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া হুতমের মোড়ক খানি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, আর অত্র সহরের গ্রাহকেরা পত্র অথবা লোক দ্বারা সম্বাদ পাঠাইবেন। মোড়ক অথবা সম্বাদ পাইলে ইতি কর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবেক।

হুতম সম্পর্কীয় যাঁহার যাহা বক্তব্য থাকিবেক, অথবা মূল্য প্রেরণ করিবেন তিনি "হুতমের" কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে শিরোনাম দিয়া নিম্ন লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
হুতমের কর্ম্মাধ্যক্ষ।
৭৯ নং আহিরীটোলা।
কলিকাতা।

হুতমের মূল্য অগ্রিম প্রেরিত না হইলে, ৵০ দুই আনা হারে প্রতি সংখ্যার মূল্য দিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থকার।

প্রহসন।

THE AUTHOR.

A FARCE.

মূল্য ।০ এবং ডাক মাশুল ৴০ সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, এবং ক্যানিং লাইব্রেরীতে পাওয়া যাইবে।

হুতমের নিবেদন।

পাঠক মহোদয়গণ! আমি কি উদ্দেশে আপনা[illegible] নিকট উপস্থিত হইলাম, এ কথা জিজ্ঞাস্য বটে। আমি এই স্থানে হুতমাবির্ভাবের পালা গাইয়া দিব। আজকাল বঙ্গ দেশে সংবাদ পত্রের অভাব নাই। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক নিয়মে অনেক পত্রই পাঠক মণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে অধিকাংশই সংবাদ ও অবশিষ্ট সাহিত্যাদি প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। আমি সে সকল দ্রব্যের ভার লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থি[illegible] হইতে ইচ্ছা করি না। সামাজিক দোষাদোষ উল্লে[illegible] করাই আমার প্রধান কর্ম্ম। এ ভারটী নিতান্ত সহ[illegible] নহে। আমি প্রতি সপ্তাহে ক্ষুদ্র পক্ষদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক [illegible] এক বার আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। কি রাজা, কি প্রজা, কি ঐশ্বর্য্যশালী, কি নির্দ্ধন, কি কৃতবিদ্য, কি মূর্খ, যে কোন ব্যক্তির দ্বারা দেশের বা সমাজের উন্নতি বা অবনতি হইবে, তাহার কার্য্য, তাহার চরিত্র, তাহার ব্যবহার আমি বাক্‌দেবী সরস্বতীর সাহায্যে নিজ পক্ষ পুটে অঙ্কিত করিয়া সমাজের নয়নাগ্রে উপস্থিত করিব। সমাজ সংস্করণ এবং ভারত ভুমির উন্নতি সাধনই আমার এক মাত্র সঙ্কল্প। প্রলোভন ও ভয় আমার অভিধানে নাই। আমার কিচ্‌মিচিতে বিরক্ত না হইয়া, সকলে আমার সুমিস্ট কথা শুনিলেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। আমি অনাহুত হইয়া এবার অনেকের নিকট চলিলাম. যদি কেহ

আমার সহবাস ঘৃণাকর বোধ করেন, তবে আমার বাসা অথবা আমার কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট সংবাদ দিবেন, আমি আর তাঁর বাটীর ত্রিসীমানায় যাইব না ও বিরক্তও করিব না। মহোদয়গণ! সত্য কথায় মূর্খেরা বিরক্ত হয়, প্রকৃত কথা শুনে আপনারা কখনই বিরক্ত হবেন না, সুতরাং "হুতম" সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। অলমতি বিস্তরেণ।

হুতম।

সহরে প্রাতঃকাল! হুতম কোটর ত্যাগ করে একটী উচ্চ অট্টালিকার প্রাসাদের উপর উপবেশন পূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করে, সূর্য্যদেবের উদয়-সূচক বিহঙ্গম কুলের কলরব শুনে স্বীয় আবাসে প্রস্থান কর্‌বার উপক্রম কর্‌ছে। এখন এক ঘণ্টা আন্দাজ রাত আছে। সহরের রাস্তা, পথ, গলী, ঘুঁজী শূন্য। দিনের বেলা যাঁরা সহরের রাস্তার অবস্থা দেখেছেন, তাঁরা এখন দেখ্‌লে অবাক হয়ে, মনে মনে ভাবেন এত লোক, এত পথিক, এত গাড়ী, এত ঘোড়া, এত গোরু, এত নটবহর কোথায় গেল। যে কলরবের তোড়ে কান পাতা দায় হতো, এখন সে জনরব নীরব। হায়! পৃথিবীর গতিকই এইরূপ। একটী মাতাল সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয়ে মদ খেয়ে পড়ে ছিল, রাত্রি প্রভাত দেখে টল্‌তে টল্‌তে ঘরের দিকে ফিরে যাচ্ছে, প্রণয়িনীর শেষ কালকার

গানটী মনে উদয় হয়ে, সেইটী মাতালে সুরে গাইতে
গাইতে রাস্তার এধার ওধার কর্‌তে কর্‌তে চলেছে।
আর এক এক বার গ্যাস লাইটের থামে ভর দিয়ে
দাঁড়িয়ে বিশ্রাম কর্‌চে। নিরাশ্রয় দীন দরিদ্র, যার চাল
চুলো কিছুই নাই, সে ব্যক্তি লাল পাগ্‌ড়ীর ভয়ে ময়-
রার দোকানের পাটাতনের উপর শয়ন করে, নিদ্রার
মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে, বিশ্রাম সুখে কিয়ৎ কাল
আপন অবস্থা ভুলে গিয়েছিল, এখন সে পাশ মোড়া-
দিয়ে উঠে কোথা যাবে, কি করবে, তাই ভাবছে।
রাত্রিপালগণ আরক্তিম অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষে, আস্তাবলের
গাড়য়ানদের পালঙ্কে শয়ন করে, শূন্য রাজমার্গের তত্ত্বাব-
ধান করছে। একটা রাম ইঁদুর একটী মেঠায়ের দোকা-
নের ভিতর থেকে বেরিয়ে, এদিক ওদিক চারি দিক দৃষ্টি-
পাত করে, আমীরজাদার মতন গা দোলাতে২ আস্তে২
রাস্তার এক ধার থেকে অন্য ধারে চলে গেল। এখনও
নাগরিকেরা বিশ্রামশয্যা পরিত্যাগ করেন নাই। রাজপুরুষ-
দের আহার্য্য বিক্রেতারা বড় বড় বারকোষের উপরে
মাংসের ভার বস্ত্রে আবৃত করে, প্রথমে রাস্তায় দেখা
দিলে, তাদের পেছু২ শাক শবজীওয়ালারাও দলে২ গল্প
কর্‌তে কর্‌তে, দ্রুতপদে পথে আমদানী দিলে। লেংটী
পরা সইসেরা, ঘোটক লয়ে স্নান করাবার জন্য বাগ-
বাজারের ঘাটের দিকে "হ্যাঃ শালার ঘোড়া ইত্যাদি"
মিষ্ট বাক্যবিন্যাস কর্‌তে২ চল্‌ল। বিধবা রমণীরা দল-
বদ্ধ হয়ে, দেহ পবিত্র করবার অভিপ্রায়ে পতিতপাবনী

জাহ্নবী অভিমুখে, ঘরের দুঃখ সুখের কথাবার্ত্তা কইতে কইতে, ঘরথেকে বাহির হল। টুং টাং ঢুং ঢাং করে আস্‌মানী গিরজের ঘড়ীতে ছটা বাজল। আর রাত নাই। লম্পট বিলাসী বাবুর দল, আর পীড়িত ব্যক্তিরা, মরনিং ওয়াকে নির্গত হলেন, কতকগুলি সরস্বতীর প্রিয় সন্তান বিদ্যাভিমানী বর্ণজ্ঞান রহিত ভণ্ড ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, আর প্রতারক, শঠ, পরবিত্তাপহারী, ভুঁড়িওয়ালা আর্য্য সাধুরা চটী জুতা পায়, হাতে ছোট ছোট তেলের শিশি, বগলে পরিধেয় বস্ত্রের পুঁটলি, প্রাতঃ স্নানে যাত্রা করলেন। ক্রমে সূর্য্যদেবের তরুণ অরুণ আলোকে, গিরজার, মন্দিরের আর উচ্চ প্রাসাদের অগ্রভাগ আলোকিত হল। দোকানী পসারীরা ক্রমে ক্রমে, স্বীয় স্বীয় দোকানের দ্বার ও ঝাঁপ খুল্‌তে লাগ্‌ল এবং অল্প বয়স্ক মিউনিসিপল ঝাড়ু বরদারেরা, রাজমার্গ মার্জ্জনী দ্বারা সংস্কৃত করিতে আরম্ভ করলে। রাস্তার ধুলা উড়ে আবার কিয়ৎ ক্ষণের জন্য, তরুণ আলোককে আবৃত করলে। ময়লার গাড়ী, ময়লার ভার, রাজ পথ সৌরভে ব্যাপৃত করলে। দু এক জন পথিকেরা বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে যারা পথে বহির্গত হয়েছিল, তারা নাকে বস্ত্র দিয়ে রাজমার্গের সৌরভের ভয়ে, সত্বরে স্বীয় স্বীয় কার্য্যস্থানে গমন করতে লাগল। প্রভাত সমীর ফুর ফুর করে বহিত হয়ে রাস্তার দুধারি মুদির দোকান ও মসলার দোকানে, দর্শন দিলে। বালকেরা পাঠ-শালার ও ইস্কুলের পাঠ, উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলে। পুনর্ব্বার পথে পথিকগণের গতিবিধি আরম্ভ

হল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কলরবেরও কলেবর পুষ্টি হতে লাগল। দুখানি চারখানি ঠিকে হেকনী, প্রধান প্রধান চৌমাতার ধারে আড্ডা নিলে। রেলগাড়ীর যাত্রীরা, কেনবিস, চামড়া আর কারপেটের বেগ হাতে করে, রেল-ঘাট ও শিয়ালদ যাবার ভাড়া করতে লাগলেন এবং দু এক খানি হেকনিও উক্ত স্থানদ্বয়ের অভিমুখে গদাই লসকরী চালে যাত্রা করলে। গাড়ীর ভিতর, বার, সমান বোঝাই। ছোট বড় কাপড়ের পুঁটলি, বেগ, বিছানার মোট আর টিনের পেটরা ইত্যাদি দ্রব্যজাতে পরিপুর্ণ। নরসুন্দরেরা সুন্দরবেশে পর্গ বেঁধে, কর্ণে কানখুসকী, ও কক্ষে খুর ভাঁড়ের তোবড়া নিয়ে বাহির হল, এবং সিপ সরকারেরা ফাটা কাপড়ের বোঁচকা নিয়ে, গঙ্গার ধারে বার দিলে। নাগরিকগণের আবাস দ্বার দুটী একটী করে মাঝে মাঝে উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল। ঠিকে ঝীরা, সুবর্ণ বর্ণিকদের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হয়ে, উচ্চৈঃস্বরে "মেজো বৌ মা, ছোট বৌ মা, ছোটবাবু"ইত্যাদি আহ্বান সুচক সম্বোধনে, পল্লির লোকের নিদ্রা ভঙ্গ করতে লাগল, এবং কচি ছেলে মেয়েরা "ক্ষিদে পেয়েছে, কি খাব মা, কি খাব বাবা" ইত্যাদি চীৎকার ধ্বনিতে অবশিষ্ট নিদ্রিত নাগরিকের নিদ্রা ভঙ্গ করলে। এখন কেবল আমীর, আফিমচী আর রাত্র জাগরিত লম্পট মাতালেরা নিদ্রিত।

পেঁচা উড়লেন। সহরের বিবি ইস্কুলের পূর্ব্বধারে এক বৃদ্ধ বাদাম গাছ আছে, সেইটী তার চির পরিচিত বহু দিনের কোটর, এক চক্ষু মুদ্রিত করে, আড়ে আড়ে

চাইতে চাইতে, আবাসে আশ্রয় নিলেন। চির-বিদ্বেষী দেকদারী দাঁড় কাকেরা দলবদ্ধ হয়ে উড়ে যাচ্ছিল, ছোড় ভঙ্গ হয়ে সটকে পড়ে, দুএকটা কোটর পর্য্যন্ত হুতমের পেছু পেছু অনুসরণ করলে, কিন্তু আপন কোটে সকলেই রাজা, সকলেই প্রধান, কেহ কিছুই করে উঠতে পার্লেনা। জগদ্দর্শী হুতম, সারারাত জাগরণ করেও উৎপাতী লোকের উৎপাতে দেক হয় নাই, ঝিমুতে ঝিমুতে, কোটরের ভিতর থেকে চাঁদ মুখখানি বাহির করে প্রকৃতির লীলা খেলা দেখতে লাগল। কেবল এই প্রতিজ্ঞা, কমলিনী কান্ত নিশাতস্কর ভাস্করের মুখাবলোকন করবেনা। সূর্য্য দেবের মন্থরগামী রথচক্র আস্তে আস্তে দুই তিন রেখা অতিক্রম করলে, অরুণের কৃপায় রবিকর ধরণীর নিম্নপদ চুম্বন করলেন, রাস্তার পশ্চিম ধার সূর্য্য কিরণে স্বর্ণ বর্ণ ধারণ করলে, দেখতে দেখতে বেলা সাতটা। ফিরিওয়ালারা, পাড়ায় পাড়ায়, রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে, "আলু পটল" "টিকে আছে গো" "মুং কা দাল" ইত্যাকার মিশ্রিত নিনাদে পল্লির কর্ণবিবর বধির প্রায় করে তুললে। দুদওয়ালী মাগী ও ছুঁড়ীরা, কলসী কক্ষে, ছোট ছোট মাপের ঘটী হাতে, আর মুস্ক মর্দ্দ গোয়ালারা, দুগ্ধের ভার ঘাড়ে করে, বাড়ী বাড়ী যোগান দিতে বেরুল। আদবয়সী গোপেরা, মলিন ছেঁড়া বসন পরিধান, স্কন্ধদেশে এক একটী মাজারী গোচের তিজেল, গামোছায় আবৃত করে লয়ে বাহির হল। পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তারা কি নিয়ে বেরুল। যশোহরের মুড় মাখন

ত রাত্রের গোপের প্রশস্ত হস্তের পিড়নে, আর কলের
লে সমস্ত রাত্রি নিমগ্ন থেকে, এখন শুভ্রকান্তি ধারণ
রে, ছিন্ন কদলী পত্রে আবৃত হয়ে শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ-
র, ঠাকুর বাবুদের, বাল্যভোগের জন্য বাহির হল।
ছাট ছোট ছেলে, বাবুদের খানসামারা, আর গৃহস্থের
টীর ঝীরা, চেংয়ারি ও ছোট বড় ধামা হাতে করে
ার অল্প বেতনের কেরাণীরা, কাঁদে গামছা আর
কনবিসের বগলী হাতে করে, বিপিনে বাজার করতে
রুল। বাঙ্গালী টোলার বাঙ্গলা বাজার, সিমুলিয়া
াজার, লালা বাবুর বাজার, ভোরেই খুলেছে। শোভা-
াজার, নুতন বাজার, শ্যাম বাজার, বাগবাজার, সূর্য্যের
রসের সঙ্গে সঙ্গে জেঁকে উঠছে। লোকের আমদানী
প্তানী, গঙ্গার জোয়ার ভাটার মতন, হ্রাস বৃদ্ধি হতে
াগল। লোকের ভিড়ে এখন বাজারে সেঁদন ভার।
াজারের সামনেই ফল বিক্রেতারা, নানাবিধ উপকরণ
রে থরে সাজিয়ে বসেছে, তাদের পশ্চাৎ তরিতরকারী
য়ালারা, তাদের পশ্চাৎ শাকশবজী ওয়ালারা, সর্ব্ব
শ্চাৎ চাঁদনীর ভিতর, মৎস্য বিক্রেতা মেছনীরা, সামনে
খানি ইটের উপর এক ফলক তকতা পেতে, কতকগুলি
ৎস্য ভাগা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে, আর বাকি মৎস্যেরা
বড়ীর মধ্যে তকতার নিচে বিশ্রাম করচে, পার্শ্বে এক
একটী গামলা মাছধোয়া জলে অর্দ্ধ পরিপুর্ণ। বাজা-
রর আসে পাশে, ঝাল মসলা বেনেতীর ও মৃণ্ময় পাকা-
ার ও জলাধারের দোকান। দোকানী পসারীরা সক-

লেই শশব্যস্ত। ক্রেতারা স্বীয় স্বীয় আবশ্যক মত
একসের, আধসের, একপো, এক পয়সা, আদ্ পয়সা-
সিকী পয়সার, সওদা করছেন। দোকানীরা খরিদদার ফিরয়
না, চার পয়সা সেরের আলু, কেহ তিন পয়সা বল্লেও
তাকে সেই দরেই দিচ্চে। সাবাস হাতের তারিফ! প্রফে-
সর ভেনিকের হাতের সাপাইও, দোকানদারদের হাতের
সাফাইয়ের কাছে কলকে পায় না। লোক বিশেষে
বিশেষ ওজনে ওজন দিচ্চে, একসের যিনি ক্রয় করচেন
তিনি প্রায় তিন পোর অধিক পাচ্চেন না। খানসামা
ঠিকে ঝীরা, পয়সা ভাঙ্গিয়ে কড়ী করে কড়ী করচে, আর
দোকানীরা এত ব্যস্তের মধ্যেও, রকমওয়ারি ঝীদের
সঙ্গে প্রাঞ্জল মিষ্টালাপ করচে, আর ফাও দিয়ে তাদের
আপ্যায়িত করচে। কেরাণীদের মধ্যে রসিক গোছের
বাবুরা, বেছে গুছে মৎস্য কেনবার জন্য, বাছা বাছা মেছু-
নীদের সামনে বারদিয়ে, বারর যায়গায় তের দিচ্যেন
যিনি ঠিক দরে মাচ চাচ্যেন, তিনি "মঙ্গলবারে এস ঠিক
ঠাক তুক তাক করা যাবে" এইরূপ মিষ্টালাপের পর, আঁষ
জলের প্রক্ষেপে দেহকে পবিত্র করচেন। মুখরা মাগীরা
রুপর তাবিজ নাড়া দিয়ে, সাক্ষাৎ চন্দ্রবৎ মুখ ঘুরিয়ে
দর দস্তুরের কচায়ন করতে করতে, অনবরত মুসল-
ধারে মিষ্ট মিষ্ট গালাগালীর বর্ষণ করচে। ক্রমে বেলা
হয়ে উঠল। কেরাণী বাবুরা আর কুটীওয়ালা বাবুদের
ঝী ও চাকরেরা তাড়াতাড়ী বাজার করে বাড়ীর দিকে
ফিরল। অপরাপরের বাজারে কিঞ্চিৎ বেলা হলেও ক্ষতি

াই। এই সময় রাস্তায় আর এক দল লোক দেখা
দলে। এঁরা যজমানে ব্রাহ্মণ, ত্রিকোচাকারে পরিধেয়
রিধান, ললাটে দীর্ঘ ছন্দ হরি মন্দির প্রভৃতি বহুবিধ
প্রকার তিলক সুশোভন, স্কন্ধে নামাবলী আদি
উত্তরীয়, কাহার পায়ে পাদুকা আছে কাহার নাই, কিন্তু
্তে গামছা এক এক খানি নিশ্চয়ি দেখতে পাবেন; এঁরা
দ্রুত পদে স্বীয় স্বীয় যজমানের বাটীর দিকে গমন করতে
লাগলেন। পড়ি কি মরি, এখন আর জ্ঞান নাই। পাছে
াবু বাহির হইয়া গিয়া থাকেন, সাক্ষাৎ না হয় এই ভাব-
নায় হৃদয় আন্দোলিত।

এখন কুটীওয়ালা বাবুরা, ব্যস্ত হয়ে, বুকে পিটে
াতায়, তেল চাপড়ে, গামচা নিয়ে কেও বা কলে, কেও
বা কুয়ায় কলেবর স্নিগ্ধ করতে লাগলেন। বাসাড়েদের
উমেদোয়ার, বেকার, ভাই, ভাইপো, ভাগ্নেরা, আর
সুবর্ণবনিক বাবুদের বাটীর, খাটমুগরা টিকীওয়ালা
উড়ে বামনেরা, আর গৃহস্থের বাটীর আদবয়সী বামন
ঠাকরুণেরা রন্ধনকাজে ব্যতিব্যস্ত। আদ সিদ্দ, আদ পোড়া,
পানসে, অলবণ, চব্য, চুষ্য প্রস্তুত হল, ঘৃতের পরিবর্ত্তে
নাকের জল, লবণের স্থানে ঘর্ম্ম জল, আহারের আয়ো-
জনের বড় ঘটা। ধড়াধড়, ঠকাঠক করে পিড়ে পড়তে
লাগল। (আপসস সকলের নাই) বাঁশবেড়ে, খাকড়াই,
মগলাই, তাদের নকল নূতন বাজারের, শোভাবাজারে
ভাল মন্দ, মাজারী, ছোট বড়, ভাঙ্গা ফুটো, গেলাসেরা
পিড়ের পাশে পূর্ণগর্ভ হয়ে সারি সারি বার দিলে।

নানা ধাতুর থালা, কাঁসী, পাথর, রকমওয়ারী বাটীদে
সঙ্গে, সমাজে অন্ন ব্যঞ্জন নিয়ে আসর জাঁকালে। বাবুর
পিড়ের উপর বার দিয়ে বোসলেন, তাড়াতাড়ী আহা
সমাধা করে নাকে মুখে চোকে গুজে, গাত্রোত্থান করলেন
এখন চিরনি ত্রস তাম্বুলের আদর দেখে, হুতম এত ক্ষ
এক চক্ষে দেখছিলেন আর এক চোক খুলে দিলেন। এ
তিনটী প্রিয় সুহৃদের সঙ্গে আলাপ করে, বর্ম্ম চর্ম্ম প্রভৃ
বীরপুরুষের সাজে, দাস পুরুষেরা শাদা ধুতি, চাপকান
কোচান ছেঁড়া চাদর, অঙ্গে ধারণ করলেন, উচুদরে
দাসেরা পেণ্টুলন, চাপকান পরিধান করে, মনোহর বেশে
কেহ ছাতা নিলেন কেহ বা নিলেন না। শেষের দলে
চির পরিচিত চাদরেরা এখন বিদেশীয়ের ন্যায় পরি
ত্যাজ্য। আলবার্ট কেমন সমস্ত জাতীয় প্রথা বিসর্জ্জ
করতে পারে, কেবল অন্তরের অসারতা দূর করতে অক্ষম
রাস্তায় কুটীওয়ালারা বেরুল। ঠিকেগাড়ীর গাড়োয়া
আর বেটো ঘোড়ারা বাবুদের অভ্যর্থনা জন্য নেজ নেড়ে
পঞ্চম সরে শোভাবাজর, বটতলা, জোড়া সাঁকো, হেদুয়
প্রভৃতীয় প্রকাশ্য হেকনী ষ্ট্যাণ্ডে এতক্ষণ প্রতীক্ষ
করছিল, এখন "লাল দিঘী, বাবু ছোট আদালত, উকী
পাড়া, কালপান ঘাট, পরমিট, বানহউস" ইত্যাদি নিনাদে
অভ্যর্থনার শেষ করলে। গোছাল গোছের কেরাণীর
ভাড়ার কড়া কড়ী করে অংশী দলে ভুক্ত হলেন। যাঁহা
দের জীবিকা কেবল রন্ধন গৃহেই পর্য্যাপ্ত, তাঁরা রাস্তার
লোকের ভিড়, সইসের "সামনেওয়ালা সকড়ওয়ালা" শব

আর দুরন্ত পবন প্রসূত ধুলার ভিড় ঠেলে, পদব্রজেই ফুট পাতের উপর দিয়ে আমদানীর বাজার জাঁকিয়ে তুললেন। এখন রাজমার্গ লোকারণ্য, হাঁটা কেরাণী, দোকানদার আর বিল সরকারের ভিড়ে চিতপুর রোড দুর্গম। এই ভিড়ের মধ্যে ছোট ছোট শিশু ও বালকেরা কেহ বা হেঁটে, কেহ বা বেহারার স্কন্ধে, কেহ বা বাটীর ঝীর কোলে পুস্তক হস্তে পাঠশালায় চলেছে। আর ভাগ্যবান লোকের ছেলেরা, আপিস গাড়ীর সামনে বাল্যকাল থেকেই বিলাস রসের আস্বাদন গ্রহণ করতে করতে, আর মচ মচ করে পান চিবুতে চিবুতে, কোঁচান ধুতি, চায়না-কোট, আর উড়নী, কেহ বা পিতা পিতামহের চিরপরিচিত পাজামা চাপকানে, সুশোভিত হয়ে মা লক্ষ্মীর প্রিয় পুত্রেরা, মায়ের স্বতিনীর নিকট যেন ব্যঙ্গ করতে চলেছে। কাল মাহাত্ম্যে ছেঁড়া উড়নীর পাগড়ীরা বিস্মৃতির জলে ডুব দিয়েছে, তাদের প্রতিনিধি বাঁকা সিঁতি সকলের শিরেই বিরাজ করচে। এখন কুটীওয়ালা ফিরিওয়ালা বাচিয়া চিনিয়া লওয়া বিষম দুর্ঘট। সে নির্ব্বাচনে দূরবীণও এখন অক্ষম। সাহেবের করুণা অকরুণা চক্ষের রক্তিম ও অরক্তিমতা, আর রোজ কাটার ভয়ে হাঁটার দল এখন এত দ্রুতগামী যে, ছর্কড়ের নেংড়া ঘোটকেরা তাদের বশম্বদ দ্রুতগতির নিকটে পরাজিত। আলপাকার চাপকান, আর সামলার বাজার, এখন বড় সস্তা, দুর্ভাগ্য বাজারে তাদের সম্ভ্রমের মতন পয়সা নাই, সুতরাং তারাই এখন চক্ষুলজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে

হাঁটা দলের অগ্রগণ্য। সম্ভ্রমের প্রধান সহায় বহুমূল্য সামলা, হনুমানের কক্ষদেশে সূর্য্যের ন্যায়, আর দ্বৈপায়ন হ্রদে নিমগ্ন দুর্য্যোধনের ন্যায়, প্রভা শূন্য ও দর্প শূন্য। দাড়ী ও চসমাওলা বাবুরা এই সময় দেখা দিলেন। ক্রমে সামান্য চাকরের ভিড় কমে গেল। এখন বেলা দশটা অতীত। পাঁচি ধুতি পরা, চাবীর থোল হাতে, দোকানদা-রেরা চিনেবাজার ও রাধাবাজার গুলজার কর্‌তে চলেছে। সর্ব্বসহা পৃথিবীর ন্যায় চিতপুর রোড সর্ব্বসহা, দিবারাত্রি এ রাস্তায় গাড়ী, পাল্কী ও পান্থ লোকের বিরাম নাই। নামজাদা আপীসের হেড বাবুরা, তিসীওয়ালা, কাপড়ওয়ালা হাউসের পেটমোটা মুচ্ছুদ্দিরা, তাজী ও ওয়েলার যুক্ত চোমরঝুলনা তকমাওয়ালা গাড়ীতে রাস্তা কাঁপিয়ে চলেছেন। ঢিলে পাজামা, ভুড়ি ঢাকা পাইনাপলের চাপকান, আর লাড্ডুদার পাগড়ীতে শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত। এখন সকল অপীসে দস্তুরী খাতার মুচ্ছদ্দি নাই, সুতরাং অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, জান, বাহন, আর সাজ গোচেরও পরিবর্ত্তন হয়ে এসেছে। পাছে লোকে পূর্ব্ব সম্মান ভুলিয়া তাচ্ছিল্য করে, কেবল সেই জন্যই বাহ্য আড়ম্বর গুলি রাখতে হয়। লোকে মূর্খ বিবেচনা না করে সেই কারণে চক্ষে আইগ্লাসের ঠুলি দিয়ে, বড় বড় ইংরাজী খব-রের কাগজ ধরাপড়া সাণ্ডেলের মতন দর্শন কচ্যেন। পাছে মাইনের চাকর বলে লোকে ঘৃণা করে, এই ভয়ে সামনে ঘেরা টোপ দোয়া বাক্‌স। সৌভাগ্যবান বাক্‌স এখন বারমাসের মধ্যে, একমাস কালও বিবির মুখ দেখতে

পাননা। প্রয়োজন মতে আবরণ মোচন করলে, হয়ত দু এক জন আরসুলা, আশ্রয়ভ্রষ্ট হবার ভয়ে, বাবুর সর্ব্ব শরীর আচ্ছন্ন করে। সময়ে এই দল হুতমের আশীর্ব্বাদী সস্ত্যয়ন শ্রবণ করে সন্তুষ্ট হবেন।

এখন চাকরে লোক মাত্রেই স্বীয় স্বীয় কার্য্য স্থানে পোহুঁছেচেন। কেরাণীরা কোচান উড়নী কেদারার পৃষ্ঠে আবদ্ধ করে, কেহ বা ডেক্সের ভিতর রেখে, বড় বড় ফুলিস্কেপের বহিতে সরস্বতীর অর্থকরী অক্ষরে লাল কাল কালীতে পেন কলমে ও ইস্টিল পেনে লিখ্‌তে আরম্ভ করে দিয়েছেন। হাউসের বাজার সরকারেরা আর পরমিট সরকারেরা আপন আপন কাজে বার হয়েছেন। হরেক রকমের দালালেরা, হাউসে নানাবিধ দ্রব্যের সওদা করচে, আর গুদম সরকার মহাশয়েরা মাল আমদানী রপ্তানী কার্য্যে এত একাগ্র যে, আপনাদের পাওনা গণ্ডা কাপড়ের গাঁঠের হাল ইত্যাদি কড়ী কড়ার তফাইত করচেন না। পরমিট সরকারেরা কষ্টম হাউস আর পরমিট থেকে আমদানী রপ্তানীর পাস নেবার জন্য দান বাটীর রেও ভাটের মতন শ্রেণীবদ্ধ হজুরদের সামনে ওমেদোয়ারীতে দাঁড়িয়ে আছেন। সকল আফিসেই এখন কাজের ভিড় লেগে গেছে। এক একটী আফিসের সামনে ঘোড়ার গাড়ী আর গোরুর গাড়ী অসংখ্য। আজব সহর কলিকাতা! বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, সমস্ত রাত্রি জাগরণে হুতম আজ এই পর্য্যন্ত এই সকল লীলা বর্ণনে ক্ষান্ত হলেন। আর কোথায় কি হচ্ছে তার অন্বেষণ আরম্ভ করলেন।

বিজ্ঞাপন।

শশিকলা এবং চন্দ্রলেখা।

ইত্যাখ্যায়িক ঐতিহাসিক দুই খানি নাটক সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব হালদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, ৭৯ নং আহীরিটোলা প্রণেতার বাটীতে এবং অত্র সহরে প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য প্রতি সংখ্যা ১ এক টাকা। ডাক মাসুল অতিরিক্ত ৵০ আনা।

"শৈব্যাসুন্দরী" গীতি কাব্য Melo drama এবং "এই কলিকাতা" ব্যঙ্গ বর্ণন Burlesque ইত্যাখ্যায়িক দুই খানি নাটক মুদ্রিত হইতেছে শীঘ্র প্রকাশ হইবেক। উপরি উক্ত ঠিকানা সকলে পাওয়া যাইবেক।

Printed and published by M. N.
the Proprietor at the New
14, Goa Bagan Street, Calcutt

SKETCHES BY HUTAM.

ব্যঙ্গ বর্ণন

ও

সাপ্তাহিক নক্সা।

ক্রুধ্যন্তি মূর্খা ন বিপশ্চিতো জনাঃ।
আকর্ণ্য তথ্যং বহুশোঽপভাষিতম্॥

ভাগ ১] [সংখ্যা ২

কলিকাতা শনিবার। ১৯এ বৈশাখ। ইং ১লা মে।

সম্বৎ ১৯৩২। সন১২৮২সাল। ইং ১৮৭৫।

হুতমের নিয়ম।

—

কলিকাতা।

হুতমের প্রতি সংখ্যার নগদ (মূল্য) ৵০ দুই আনা মাত্র।

মূল্যের নিয়ম।

(সাং)বৎসরিক	অগ্রিম	৪টাকা
(ষাণ্)মাসিক	,,	২॥০ ,,
(ত্রৈ)মাসিক	,,	।৵০আনা

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে হুতম প্রেরিত হইবে না।

হুতম উড়িয়া যাইবেক, সুতরাং মফস্বলে অতিরিক্ত ডাকমাসুল লাগিবে না।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার, হুতমের শেষ পৃষ্ঠায় করা যাইবেক।

মণি অর্ডার, ডাক টিকিট, রসিদ টিকিট, ইহারমধ্যে যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই হুতমের

মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন। কিন্তু যিনি ডাক ও রসিদ টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহাকে ফিঃ টাকায় /০ একআনা হিসাবে ধরাট দিতে হইবে।

হুতমে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রথম ও দ্বিতীয় বার প্রতি পঁক্তি ৵০ দুই আনা, তৃতীয় ও চতুর্থ বার /১০ দেড় আনা, তদধিক /০ আনা মাত্র।

মফস্বলে যাঁহার নিকট হুতম নিয়মিত সময়ে উপস্থিত না হইবে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া হুতমের মোড়কখানি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, আর অত্র সহরের গ্রাহকেরা পত্র অথবা লোক দ্বারা সম্বাদ পাঠাইবেন। মোড়ক অথবা সম্বাদ পাইলে ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবেক।

হুতম সম্পর্কীয় যাঁহার যাহা বক্তব্য থাকিবেক, অথবা মূল্য প্রেরণ করিবেন তিনি "হুতমে[র] কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে শিরোনা[ম] দিয়া নিম্ন লিখিত ঠিকানায় প্রের[ণ] করিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
হুতমের কর্ম্মাধ্যক্ষ
৭৯ নং আহিরীটোলা।
কলিকাতা।

হুতমের মূল্য অগ্রিম প্রেরি[ত] হইলে, ৵০ দুই আনা হারে [প্র]সংখ্যার মূল্য দিতে হইবেক।

বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য।

হুতম প্রচারের পূর্ব্বে সমাজে কোন বিশেষ সম্বাদ
য়া হয় নাই, সুতরাং হুতম প্রকাশের বিষয় অনেকেই
গত ছিলেন না। হুতম যে সকল মহাত্মাদের দ্বারা
জের উন্নতি সাধন ও সমাজের সংস্করণ হইবার আশা
া করেন, তাঁহাদের মধ্যে কতিপয়ের নিকট গত বারে
হয়েও উপস্থিত হয়েছেন; কিন্তু হুতম একথাও
লন যে "যদি তাঁর সহবাস কাহার নিকট ঘৃণাকর
বোধ হয়, তবে তিনি হুতমের বাসায় অথবা
র কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট সম্বাদ দিবেন। তিনি তাঁর বাটীর
সীমানায় যাইবেন না ও তাঁহাকে বিরক্তও করিবেন
।" হুতম এক্ষণে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে-
ন যে, দুইটী মহাত্মা ভিন্ন হুতমের সহবাস আর কাহারও
কট ঘৃণাকর বোধ হয় নাই। পশুপক্ষীদের নাই দিলেই
থায় উঠে, আর সর্ব্বদা বিরক্ত করে, হুতমও পক্ষীর
াত, নাই পাইয়াছে, আর বিরক্ত করিতে ত্রুটি করিবে
া, যে সকল মহাশয়েরা হুতমকে তাড়াইয়া দেন নাই,
তম তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক জ্ঞান করিয়া প্রতি
প্তাহে এক একবার তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন,
কন্তু সাবধান! যেন কাহার কার্য্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া
তমকে তাঁহার ভিটায় চরিতে বা চেঁচাইতে না হয়।

নূতন বিবাহ।

সহরের সকল কাণ্ডই নূতন। প্রায়ই নিত্য নি
নূতন নূতন কাণ্ড কারখানা দেখ্‌তে পাওয়া যা
অনেক বিলাসী বাবুরা বোলে থাকেন, আর সময়ে সা
আক্ষেপও করে থাকেন, সহরে এমন কিছু তাজ্জব ব
ঘটনা হয় না যে, তাই নিয়ে দুদণ্ড আমোদ আহ্
করে সময় কাটান যায়। তাঁদের পীতবর্ণ চক্ষে
আর নূতন ঠেকে না, কি তামাসা লয়ে যে দি
সেটী তাঁরা কিছুই দেখতে পান না। তাস,
সতরঞ্চ প্রভৃতি এখন প্রাচীনদের দলভুক্ত হয়ে,
হয়ে উঠেছে। মেড়ার লড়াই, বুলবুল ফাইট প্র
জলবিম্বের ন্যায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, সুরবিলাসিনী সু
আর বারবিলাসিনী বেশ্যা এখন সৌখীন প্রাণে নূত
আমোদ প্রদান করতে পারে না। বৃদ্ধ পিতামহীদে
মুখে বেঙ্গমা বেঙ্গমী, এক মাণিক সাত রাজার ধন, আ
পায়রা রাজা, আর পাঁচুইয়ারী খোস্‌গল্প, অথবা অম
ভুঁড়ে টিকীওয়ালা টুলো বামনদের মুখে মিষ্ট গ্লানি
কুৎসা কথা এখন প্রায় ভুমিকম্পের মতন দূর পাল্লা
পড়েছে, এসকলে আর নূতন আমোদের কোন গন্ধ
নাই। মধ্যে দিন কতক দলাদলির ঘোঁট নিয়ে গদিবিলাসী
বাবুদের মজলিস সর গরম থাক্‌ত, কিন্তু সে আমোদও
চলতি বাজনার মতন আর এখন বড় একটা শুন

...ক্রমা।

আকড়াই, পাঁচালীরাও বকেয়া
...র দলে গণ্য হয়েছে। নাটকের
যুবরাজ আর বসন্তের নবপল্লবের
...াভিষিক্ত হয়েছে, নূতন নূতন রঙ্গিলা
...ার থিয়েটর এই অবলম্বনে অন্ততঃ হপ্তায় এক
... দিন কতকটা সময় বিলাসী বাবুদের কেটে যেতে
...র, কিন্তু অবশিষ্ট বেকার সময় অতিবাহিত করবার
... রাতিবী গোচের আমোদের বস্তুর নিতান্ত অভাব।
...ওয়ারী নাট্যালয়ে রকমওয়ারী অভিনব নাটকের দ্বারা
...ক রকমের অভিনয় প্রদর্শন হয়ে থাকে, কিন্তু দায়-
...টেরা কৃতকার্য্য হলেন না; সুতরাং তাঁদের মৌরাসী
...হাল রেখে, ঠিকা বন্দোবস্তে নটীর দলকে আসর
...হলো। এই দলের সমাদর আর অভ্যর্থনা অবশ্যই
...ণ কিছু বেশী! যেহেতুক এই দলই চিত্তশুদ্ধির
...নোরঞ্জনের প্রধান সাধন। অভিনয়ের তিন
... আগে থাকতে, থিয়েটর কোম্পানিদের একটী
...ক্র কাজ বাড়ল, মহলার আকড়ায় পুরুষ প্রকৃতি
...না হলে লীলাগুলি সুসম্পন্ন হয় না, সেই জন্য
...নায়ক অস্তাচলে আরোহণ করতে করতেই যেন
...শীত রশ্মি কোমল অঙ্গে স্পর্শ না করে, এই আশ-
...মাদা সোয়ারীতে মুদিত কমলিনীদের আনবার
...সরোবরে সরোবরে গাড়ী পাল্কী পাঠান হয়।
...লিনীরা কিছু বেহায়া। রজনীনাথ এদের বিপক্ষ, তবু
...ডজন ডজন রজনীকান্ত,—এমন কি, ভুবনমোহন

শরচ্চন্দ্রকে দেখেও, সেই সক
সতেজে প্রস্ফুটিত হয়। কুমুদি
ছেলে বেলা থেকেই চন্দ্রমাকে আ
কিন্তু নাট্যশালার গ্রীণ রুমে তাদের
থাকে না। নির্লজ্জ লম্পট চন্দ্রমা যেমন কুমু
ছাপিয়ে অন্ধকারে নলিনীর মধুপানে উন্মত্ত হয়,
ভ্রমরেরাও সেইরূপ চন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করতে কর
বিরহানল নির্ব্বাণ করে। কুমুদকান্ত নলিনীক
হন, আর অলিদলের পিপাসাও শান্তি হয়; এ
অর্দ্ধ নিশা এই রূপ চৌর্য্যলীলায় যাপিত। শ্রী
গোপিনীদের ননী চুরি করে খেতেন, সেই চুরির না
ব্রজলীলা। নিশাপতি এখানে লুকিয়ে পদ্মিনীর
চুরি করেন, সেই জন্য হুতমের অভিধানে এটীও
লীলা। অভিনয়ের রজনীতে আরো অধিক
আরো অধিক লীলাখেলা। সাজকর নটেরা বা
কিন্নরীদের দেহসজ্জা, চিকুর-সজ্জা করে দেন, স্তবকে
শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করেন, রঙ্গভূমে কোন দেব দেবীর
হবার আগেই, সাজঘরে হাতে হাতে স্বর্গ লাভ!

সত্য কথায় নাটকের মত নাটক এখন প্রায়
খানিও দৃষ্ট হয় না, কিন্তু যাঁরা অভিনয়ের
লাভ আর বেলভিডিয়রের প্রসাদ লাভে একান্ত
রাগী হয়ে, অনাহূত হোয়েও মোহন্ত নাটক,
নাটক, নাপিত নাটক ইত্যাদি রঙ্গিলা দৃশ্য কাব্য
করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই জানেন, বিমান

... ভাল অপ্সরাদের অভিনয় হয়; এ প্র... ও এড়ানো বিষম বিভ্রাট! এ মকদ্দমার জ...। কাজেই তাঁরা মনোমত দৃশ্য কাব্যের প্র...্য নায়িকা (তাঁদের হিরোইন) বাহির করেন। র...র পট উঠিলেই একটী দুটী অপ্সরা দেখা দেয়। ত...র প্রবেশেই দর্শক মধুপদিগের আনন্দগুঞ্জনে (ব...হলা করতালিতে, ইংরাজী শোভান্তরীতে) গগন ভেদ হয়। হাব, ভাব, ঠাট, ঠমক, অঙ্গ-ভঙ্গী, তার পর স্বগত বাক্য অথবা কথোপকথনে আসরে আনন্দসূর্য্য এক-কালে সহস্র রশ্মি বিকাস করে। অভিনয়ের গুন যত থা... না থাক, সুরপুরের অপ্সরা, তাদের কটাক্ষ, তাদের ...্গ ভঙ্গী, তাদের মিহি মধুর বাক্য,—সকল গুণের পর্ব্বত অতিক্রম করে, বাহবাশৃঙ্গের শিখর স্পর্শ করে। একবার পট পতিত হলে, দ্বিতীয় বার যদি সেই জব্দ জমা-ব... বাঙ্গালী নটেদের বার হয়, তা হলে এতটা জমজমাট ... লিস একেকালে বিমর্ষ, একেকালে নীরব, সকলের ... বিরক্তিচিহ্ন প্রকাশ পায়। থিয়েটরকে যে হুতম সুভন বিলাস বলে পেস করলেন, সেটী কেবল বিলাসিনীদের আবির্ভাবে, এ প্রলোভনের তমাদী নাই, নটের ত...দী আছে।

যে প্রকৃতি স্বভাবতঃ ভাবুক, ভাব সংগ্রহ করে গুনগ্রাহী হতে তার অধিক বিলম্ব হয় না। তার কাছে ...য়ের উপদেশক আবশ্যক নাই, আইন কানুনের প্রয়োজন নাই, কাজী, পাদরী, অথবা পুরোহিতেরও আদর

নাই, আপনা হতেই সকল ভাবের উদয় ... া-
রথ সিদ্ধ হয়। সকল সংসারেই প্রতি ... ছ,
দুর্ব্বাসা উর্ব্বশীকে শাপ দিলেন, আকাশের ... ণী
পৃথিবী উর্ব্বশীকে আশ্রয় দিলেন। উর্ব্বশ ... ন
অশ্বিনী। স্বভাবসিদ্ধ ভাবুক গুণগ্রাহী দণ্ড ... া,
স্বভাবের প্রভাবেই বুঝতে পারলেন, এ অশ্বিনী প্র ... ত
অশ্বিনী নয়, স্বর্গ-ভ্রষ্ট অমূল্য রত্ন, তৎক্ষণাৎ দেব ... ার
অনুগ্রহে প্রণয় সঞ্চার হলো, তৎক্ষণাৎ থিয়েটরের উপর
বিরাগ জন্মিল, (কারণ এঁরা উভয়েই থিয়েটরে থিয়ে-
টরে নট নটী ছিলেন) স্থানভ্রষ্ট হয়ে প্রকৃত সংসারে
প্রকৃত প্রণয়ের আশায় উভয়েই সমাজসূত্রে বন্ধন ... তে
গেলেন, কিন্তু সে সূত্র অতি সুক্ষ্ম, আকর্ষণের বেগ সহ্
করতে পারলে না, যে সূত্র হাওয়ার ভর সয় না, তা কি
পর্ব্বতের ভর সইতে পারে? কাজেই ছিঁড়ে গেল, নাম
পর্য্যন্ত ডুবে গেল। এখন অশ্বিনীরূপিণী উর্ব্বশীর ... াম
সোহাগকুমারী, আর আশ্রয়দাতা নবীন প্রণয়ী ... ী
রাজার নাম ব্রজবিহারী। যে উপদেবতার উ ... ম
চম্পক তরু, সেই উপদেবতা উপাচার্য্য হয়ে, নবীন দম্প-
তীকে নবীন প্রণয়পাশে আবদ্ধ করলেন। ঘৃণা,
তিতিক্ষা, আর লজ্জা এই তিন ভগ্নী একত্র হয়ে ... র
কাণ মোলে দিলে, স্বেচ্ছাচার, আর কদাচার, শঙ্খধ্বনি
করে, মঙ্গল হুলাহুলী বর্ষণ করলে, দুরাচার চাঁদোয়ার
নীচে বায়ুভরে স্ত্রীআচার হল, আর ভস্মীভুত কন্দর্প
সদর্পে পাহাড় থেকে ছাই ঝেড়ে এসে, একাকী পীড়ি

শুদ্ধ কোনে বউকে সাত পাক ফিরুলেন, "বর বড় না কোনে বড়" এই মাঙ্গলিক বাক্য পড়ে, গৃহস্থ বাড়ীর পিঁজরে আর দাঁড়ে বসা পাখীরা, তাদের বুলিতে ক্যাচ ম্যাচ করে ডেকে উঠলো। উপদেবতার উপদেশে একটী উপযুক্ত উপাশ্রমে বর কন্যার বাসর হল, সোহাগকুমারী এখন আর নন্দনের নটী নয়, কুলের কুলবধূ।

সোহাগকুমারী এত দিন সুরপুরে সুররাজের নর্ত্তকী ছিল। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সকলের সঙ্গেই জানা শুনা, ঘনিষ্ঠতা, মধুর আলাপ, আর পিরীত প্রণয় ছিল। এখন এক দুরন্ত মুনির শাপ প্রভাবে পৃথিবীর এক কুৎসিত উপাশ্রমে উপপতি—(শ্রীবিষ্ণু!) পতিসহবাসে সংসারসুখ উপভোগ করছে। সোহাগকুমারী এখন কুলের কুলবধূ, এখন যদি সেই সকল পূর্ব্বপরিচিত উপনায়কেরা—(ওঁ বিষ্ণু!) দেবতা গন্ধর্ব্বেরা, কেহ পূর্ব্ব প্রণয় স্মরণ করে দর্শন করতে আসেন, তা হলে বোধ করি, উপাশ্রমের চিক ফেলা বারাণ্ডা থেকে বেলওয়ারী চুড়ী পরা প্রতিনিধির মুখে এই উত্তর হবে, সোহাগকুমারী এখন সে উর্ব্বশী নয়, সোহাগকুমারী এখন স্বর্গের সে অপ্সরা নয়, সোহাগকুমারী এখন নবপতি সমাগমে কুলের কুলবধূ,—কোণের বউ। প্রণয়াকাঙ্ক্ষীরা এই নির্ঘাত জওবাব পেয়ে আপসোসে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যাবেন।

সহরময় রই রই হয়ে গেল, উপদেবতার জয়জয়কার! এদিকে বিমান মার্গের প্রভাত সমীর ধুলার হিল্লোলে সকলকে কাণা করে, মধুর স্বরে ঘোষণা করলে, এমন মহৎ

কার্য্য জগতে আর নাই। নটীদের বহুনিরতি দূর হয়ে একনিরতি জন্মে, নটীরা স্ত্রীলোক, ব্রজবিহারীর তুল্য মহত্ত্বের অধিকারী কেহ নয়, সোহাগকুমারী কাঁদিল, অভিনয় সোহাগকুমারীরে সতী করে দিলে, এই বাতাস ক্রমশ প্রবল বেগ ধারণ করে, গাছ পালা, বাড়ী ঘর ভাঙ্‌তে আরম্ভ করলে, প্রাতঃকালের মৃদু মন্দ সুশীতল পবনহিল্লোল যেন ভয়ঙ্কর সাইক্লোনরূপে পরিণত হল, কাজেই তখন সেই আকস্মিক বায়ুবেগ দমন করবার জন্য, দণ্ডীপর্ব্বের অষ্ট বজ্র একত্র হল। ক্রমে জলনিধি প্রশান্ত, আকাশ নির্ম্মল, সহর নিস্তব্ধ! নূতন বিলাস খুঁজে পাওয়া যায় না বলে যে সকল বিলাসী বাবুরে ক্রন্দনের চাৎকারে তিষ্ঠান ভার, তাঁদের দিন কাটাবার আমোদের একটী নূতন চিজ বাড়ল। ন্যাচরল হিস্ট্রি ও গুটিকতক বংশ বৃদ্ধির সুত্রপাত হয়ে থাকল।

আজিও যে সমাজে এই রকম কুৎসিত ব্যবহার, কুৎসিত কার্য্য, আর কুৎসিত কাণ্ড চলে, সে সমাজের পাদপদ্মে সহস্র সহস্র দণ্ডবৎ। যে ব্রহ্মানন্দ সভা জগতের হিতব্রতে ব্রতী হয়ে, মুক্তকণ্ঠে বলেন "আমাদিগের বেশ্যা ভগ্নীগণ উদ্ধার হইলে, পবিত্র হইলে, আমারদিগের চির মঙ্গল" সেই সভ্যেরা যে কার্য্যে ঘৃণা করেন, সেই কার্য্যে যাদের আদর, তেমন লোকের অস্তিত্বেও পাপস্পর্শ করে! কুলত্যাগিনী, সমাজকণ্টকিনী, বহুবিলাসিনী পিশাচীরা, যে সমাজে কুলবধূর ন্যায় আদরিণী,—যে সমাজের মস্তক নাই, যে সমাজের রক্ষক নাই,

যে সমাজের দায়ী নাই, যে সমাজের জামীন নাই, যে সমাজের মোজাহেম নাই, যে সমাজের ওয়ারিস নাই, আর যে সমাজের সাফাই সাক্ষী নাই, তেমন সমাজে পরম সুখসেব্য রাজভোগে নিত্য অবস্থান করা অপেক্ষাও ব্যাঘ্রভল্লূকাদি শ্বাপদ পরিপূর্ণ, কণ্টকাকীর্ণ, বিজন কাননে তৃণপত্র ভক্ষণ করে হুতমের ন্যায় বাস করাও শ্রেয়স্কর।

কাঁসারীদের সং পার্ব্বণ।

হুতম গত রাত্রে ঢাকের শব্দে বিশ্রামসুখ অনুভব করতে পারেন নাই। সহরে যদিও পূর্ব্বের মতন এখন গাজনের ধূমধাম নাই, তবু যা আছে, তাই যথেষ্ট। আজ কাল পশ্চিম প্রদেশের বিশুদ্ধ সভ্যতা, এমন কি, সকল প্রকার আচারব্যবহারকে সংস্কৃত করেছে। কি আহার, কি পানীয়, কি পরিচ্ছদ, কিছুই নূতন সভ্যতার হাত ছাড়াতে পারে নাই, সুতরাং বাণরাজার কৃত সেই গাজন পর্ব্বটীও আজ পুরাতন পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে নূতন সভ্যতার নূতন সাজে সুশোভিত। আজ ২৯এ চৈত্র রবিবার, অদ্য প্রাতঃকাল থেকেই সহর গাজন উৎসব-উৎসাহে পরিপূর্ণ। কাঁসারীপাড়ার কাঁসারীদের সং বেরুবে, তাই দেখবার জন্য সহরের সকল লোকেই শশব্যস্ত। গরীব কেরাণীরা ৬ দিন কলম ঠেলে, ধুনীদের মন যুগিয়ে রবিবার দিন একটু বিশ্রামসুখ

লাভ করে থাকেন। সেদিন আর ৮টা বাজতে না বাজতে তাড়াতাড়ি চোকে মুখে ভাত গুঁজতে হয় না, আহারের একটু বেলা হলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু দুর্ভাগা কেরাণীদের অদৃষ্ট গুণে আজ সে বিশ্রামসুখও ঘটে উঠল না। আজ সং দেখবার খাতিরে, সেই তিন সকালে উদরপূরণ কার্য্যটী সম্পন্ন কর্‌তে আরম্ভ করে দিলেন। বারনারীরা সমস্ত রাত্রি নাগরের মনোরঞ্জন জন্য জাগ্রৎ থেকে প্রত্যহ প্রাতঃকালে পালঙ্কে যে বিশ্রামসুখ অনুভব করে থাকে, আজ সে সুখে বঞ্চিত হতে হয়েছে। আজ তারা সকালেই শয্যা ত্যাগ করে প্রাতঃকৃত্য সমাধা কচ্চে, যে কার্য্য দেড় প্রহরের পূর্ব্বে কখনই করা হয় না। পূর্ব্বরাত্রেই বেশবিন্যাসের আয়োজন ও যোগাড় করে রাখা হয়েছিল, আজ সকাল থেকে কেবল সাবান, রূপ্‌টান, প্রভৃতি দেহ সংস্কারের উপকরণ লয়ে, স্বীয় স্বীয় অঙ্গে মর্দ্দন ও লেপন কর্‌তে লাগলেন। কিঞ্চিৎ বিলম্বেই জলপূর্ণ টব, গামলা, কলসী, আর ঘটীর প্রয়োজন হয়ে উঠল। সুন্দরীরা মুখ প্রক্ষালন ও গাত্র ধৌত পূর্ব্বক, ছোট বড় আয়না সম্মুখে লয়ে তাড়াতাড়ি কেশ পাশে যুবজন মনোহারিণী কবরী প্রস্তুত করে, কপোল ও অধরদেশে সভ্যসাজের উপকরণ পাউডর, আর রোজ, অভাবে মেজেণ্টর অথবা আলতা লাগাতে লাগলেন। ইন্দীবর অথবা কমলের সহিত কবিকুলের চিরবর্ণনীয় নয়ন প্রদেশ, কজ্জলে সুশোভিত করে, নানা বর্ণের এবং

অবস্থামত কারুকার্য নিষ্পাদিত আঙিয়া, কোরতা, চুলী যথাস্থানে গজোরে বন্ধন করে ষোড়শী যুবতী সাজলেন। নিজের, প্রতিবেশীর নিকট যাচ্ঞা করা, ধাড়া করা, বিবিধ রকমের রকমওয়ারী সোণা রূপার দানা, ডায়মান কাটা, আর জড়াও ও গিল্টীর গহনা গাত্রে সংলগ্ন করে, বাইজীরা বড় ফাঁদের ঢিলে পায়জামা ও পেশোয়াজ, খেমটাওয়ালীরা আর উচু দরের বেশ্যারা, নানা বর্ণের রঙ্গীন পরিধান ও ওড়্না শ্রীঅঙ্গে ধারণ করে, চীনের বাড়ীর এবং সাহেবের বাড়ীর বারনিস্—করা চামড়ার চটীজুতা পায়ে দিয়ে, কেহবা পাল্কীতে, কেহবা বাবুর গাড়ীতে, কেহবা ভাড়াটে ছেকড়াতে সওয়ার হয়ে, সং দেখতে এবং ঢং দেখাতে বাটী হতে যাত্রা করলেন। বিখ্যাত বণিক্ মহাশয়ের বাটীর দক্ষিণ সীমা থেকে, চিতপুর রোডের সমস্ত রাস্তার দু ধারি বাটীতে এ ন জন সমাগমের ধুম লেগে গেল। কলুটোলার প্রকাশ্য রাস্তার ধারের বাটী সকলেও তদ্রূপ আমদানী। এখন ে টা, এরি মধ্যেই রাস্তায় লোকারণ্য। জোড়াসাঁকোর মোড় থেকে, কলুটোলার দত্ত বাবুর বাজারের পশ্চিম ধার পর্যন্ত, লোকের ভিড় ঠেলে, যাতায়াত দুঃসাধ্য। চিতপুর রোডের দুধারি যে সকল ছোট বড় দোতলা, তেতলা, চৌতলা বারাণ্ডাওয়ালা বাটী দেখতে পাওয়া যায়, দুএকটী বাবাড়েদের বাসাবাটী, আর বিখ্যাত বণিক্ বাবুদের বসত বাটী ভিন্ন প্রায় সকলগুলিই বারবনিতাদের আবাসস্থান। শ্বেতাঙ্গ সভ্য রাজপুরুষদের সুবি-

চারে সকলেই স্বাধীন, যাঁর যা ইচ্ছা, তিনি তাই করতে পারেন। যাঁর যেখানে ইচ্ছা, তিনি সেই খানেই বাস করতে পারেন, কার কিছু বলবার বা বাধা দেবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং গৃহস্থের বাটীর পাশে, অথবা গৃহস্থপল্লী মধ্যে বেশ্যা বসবাস করলে, কার কিছু বলবার বা বাধা দেবার ক্ষমতা নাই। হায়! এই সুনিয়মের ফলে যে সব অনিষ্ট অহরহ ঘটনা হচ্চে, তা যাঁর কপাল পুড়চে, তিনিই জানেন, আর জগদ্দর্শী হুতমই জানেন। পাঠক! আপনি যদি অপরাহ্ণে কোন দিন চিতপুর রোড দিয়ে গতিবিধি করে থাকেন, তবে বারাঙ্গনাদের বারাণ্ডায় বার ও বাহার দেবার বিষয়টী বিলক্ষণরূপেই অবগত আছেন, বারবিশেষে সে বারের বাহার দেখলে, ধর্ম্ম-রাজ্যও স্বর্গরাজ্য বলে বোধ হয়, এমন কি, দুই সহোদরে, অথবা পিতাপুত্রে একত্রে ঐ প্রকাশ্য মার্গে গমনাগমন করতে হলে, অধোবদনে চক্ষু মুদিত করে যেতে হয়, কিন্তু তাতেও আবার গাড়ী বা অশ্বের পায়ের নীচে পড়বার আশঙ্কা। যে পথের দুধারি বারাণ্ডায় বিনা পর্ব্বে ঐরূপ বাহারের ঘটা, আজ পরবের দিনে কিরূপ বার বাহারের ঘটা হয়েছে, সেটী বিশেষ করে বর্ণন করতে হলে, প্রাতঃস্মরণীয় অহল্যা দেবীর প্রেমে অন্ধ হতে হয়, অথবা আমার মত প্রশস্ত চক্ষুদ্বয়ের প্রয়োজন করে। বেলা ৯টা অতীত, বিবি আর বাবু, যাঁদের আড্ডা নেবার আবশ্যক ছিল, তাঁরা সকলেই এখন আপন আপন ঠিকানায় পঁহুছেচেন।

রেজিষ্টরী নং ১৩১।

SKETCHES BY HUTAM.

ব্যঙ্গ বর্ণন

ও

সাপ্তাহিক নক্সা।

ক্রুধ্যন্তি মূর্খা ন বিপশ্চিতো জনাঃ।
আকর্ণ্য তথ্যং বহুশোঽপভাষিতম্॥

ভাগ ১] [সংখ্যা ৩

কলিকাতা শনিবার। ২৬এ বৈশাখ। ইং ৮ই মে।

সংবৎ ১৯৩২। সন১২৮২সাল। ইং ১৮৭৫।

হুতমের নিয়ম।

কলিকাতা।

হুতমের প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

মূল্যের নিয়ম।

বাৎসরিক	অগ্রিম	৪টাকা
ষাণ্মাসিক	,,	২৷৷০ ,,
মাসিক	,,	।৶০আনা

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে হুতম প্রেরিত হইবে না।

হুতম উড়িয়া যাইবেক, সুতরাং মফস্বলে অতিরিক্ত ডাকমাস্তুল লাগিবে না।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার, হুতমের শেষ পৃষ্ঠায় করা যাইবেক।

মণি অর্ডার, ডাক টিকিট, রসিদ টিকিট, ইহারমধ্যে যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই হুতমের

প্রেরণ করিবেন তিনি "হুতমের" কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে শিরোনামা দিয়া নিম্ন লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
হুতমের কর্ম্মাধ্যক্ষ।
৭৯ নং আহিরীটোলা।
কলিকাতা।

হুতমের মূল্য অগ্রিম প্রেরিত না হইলে, ৵০ দুই আনা হারে প্রতি সংখ্যার মূল্য দিতে হইবেক।

মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন। কিন্তু যিনি ডাক ও রসিদ টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহাকে ফিঃ টাকায় /০ একআনা হিসাবে ধরাট দিতে হইবে।

হুতমে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রথম ও দ্বিতীয় বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা, তৃতীয় ও চতুর্থ বার /১০ দেড় আনা, তদধিক /০ আনা মাত্র।

মফস্বলে যাঁহার নিকট হুতম নিয়মিত সময়ে উপস্থিত না হইবে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া হুতমের মোড়কখানি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, আর অত্র সহ-রের গ্রাহকেরা পত্র অথবা লোক দ্বারা সম্বাদ পাঠাইবেন। মোড়ক অথবা সম্বাদ পাইলে ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবেক।

হুতম সম্পর্কীয় যাঁহার যাহা বক্তব্য থাকিবেক, অথবা মূল্য

হুতমের কিচ্‌মিচি।

রামভদ্র গোবর্দ্ধনের বাটী গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কোল্লেন, কথাবার্ত্তা কহিয়াও আপ্যায়িত কোল্লেন। আবার গোবর্দ্ধন তার অনধিক কাল পরেই রামভদ্রের বাটীতে গেলেন এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপে আপ্যায়িত কোল্লেন। এইরূপ ব্যবহারকে হুতমের অভিধানে সামাজিক ভদ্রতা বলে, আর সাহেবদের অভিধানে রিটরণ ভিজিট লেখে।

হুতম যদিও প্রাচীন পক্ষী, তবু বহুদিন পরে সমাজে পুনরবতীর্ণ হয়েছেন, সেই জন্য ইনি এখন জুনিয়ার চিত্রকর। হুতমের সৌজন্যের ত্রুটি নাই। স্বজাতীয় রাজহংস, কলহংস,ডাহুক, পানকৌড়ী, চক্রবাক, শুক, সারি, কোকিল, কপোত, কাকাতুয়া, কুঁক্‌ড়ো, চড়াই, ফিঙে, বুল্‌বুল, ঘুঘু, প্রভৃতি সকলের নিকটেই গত দুই বার উড়ে উড়ে সাক্ষাৎ কোরে এসেছেন। বার বার—তিন বার,—এবারেও চোল্লেন।—কিন্তু এর পর যাঁরা অনুগ্রহ কোরে সামাজিক ভদ্রতার নিদর্শন অথবা রিটরণ ভিজিট না দিবেন, হুতম তাঁদের অসামাজিক চন্দ্রমুখ আর দর্শন কোর্‌বেন না। সেটী কিন্তু তাঁর ঘোরতর মনস্তাপ আর দুঃখের কারণ হয়ে থাক্‌বে।

কৃতজ্ঞতা।—প্রভাকর—রাজহাঁস,—বরিশাল বার্ত্তাবহ চক্রবাক, গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা—পানকৌড়ী,—আর মনিটার—কাকাতুয়া, এই চারিটী পক্ষী হুতমের সহিত প্রতি-সাক্ষাৎ কোর্ত্তে কৃপণ হন নাই।

কাঁসারীদের সং পার্ব্বণ।

বিবিরা, লেজধরা বাবুদেরসঙ্গে, সই, মিতিন, গোলাপ ফুল আর দেখনহাসি প্রভৃতি আত্মীয় আলাপিদের বাটীতে উপস্থিত হয়েছেন। বাইজীরা কেহবা মসলন্দ বিছায়ে কেহ বা কেদারার উপর, সম্মুখে রুপার (অভাবে গীলটীর) গুড়-গুড়ী রেখে, সসাজে বারাণ্ডায় আমীরজাদীর মতন বার দিয়ে বোসেছেন। পথের পূর্ব্ব ধারের বারাণ্ডারা, নির্লজ্জ পবন আর প্রখর সূর্য্য দেবের ভয়ে, ও লজ্জায়, চিক ও পরদা দিয়ে অবগুণ্ঠনবতী হয়েছে। যাঁর মুখখানি একটু দেখতে ভাল, তিনি চিকের ভিতর থেকে মেঘ মুক্ত শশীর ন্যায় এক একবার মুখখানি বাহির করে পথিকদের প্রতি কটাক্ষ কচ্চেন, তখনি আবার লুকুচ্চেন। যাঁর রত্নচুরাদি হস্তাভরণ প্রচুর রকম আছে, তিনি চিকের ভিতর থেকে বামহস্তখানি বারাণ্ডার উপর বাহির করে রেখে, বাকি অঙ্গ চিকের অভ্যন্তরে ঢেকে বোসেছেন, যাঁর যেটী ভাল, অঙ্গসৌষ্ঠব, অথবা অভরণসৌষ্ঠব, তিনি সেই সেই অঙ্গ আর অভরণ দেখাতে ক্রটী কচ্চেন না। বিবিদের সং দেখতে যাওয়া, ইটী কেবল কাল্পনিক কথা মাত্র। ফলতঃ ঢং ঢাং রং দেখিয়ে, সং দেখবার ছলে, বিবিদের রং দেখতে যে সকল বিলাসী বাবুরা সং সেজে বাহির হয়ে-ছেন, তাঁদের মনোহরণ মানসেই অধিষ্ঠান হয়েছে। পথিক দর্শকদের মধ্যে যদি কোন কবি, তামাসা দেখতে বাহির

হয়ে থাকেন, তবে এক একটী বারিক, আর তাতে দণ্ডায়-মানা বারনারীদের দেখে নিশ্চয়ই তাঁর মনে, সরোবরে শত সহস্র উৎফুল্ল পদ্ম, অথবা বারিকরূপ বিমানে অসংখ্য উজ্জ্বল চন্দ্রমা ইত্যাদি ভাবের উদয় হয়েছিল। হুতমও একটী সামান্য ছোট খাট কবি; সুতরাং এ সময় হুতমের মনে কল্পনাদেবীর আবির্ভাব হওয়ায় হুতম ভেবে ছিলেন, "খোঁয়াড়ে হরিণীর পাল"! অর্থাৎ বারিকরূপ খেঁায়াড়ে কুরঙ্গিণী রূপিণী ইন্দীবরলোচনা যুবতীগণ দণ্ডায়মানা। সহরের সমস্ত প্রকাশ্য পথেতেই আজকাল ফুটপাত হয়েছে, আজ আর ফুটপাতে লোকের ভিড়ে পথিকের চলা ফেরার সাধ্য নাই। কি ফুটপাতে, কি দোকান ঘরে, কি আস্তা-বলে, ন স্থানং তিল ধারণে! সকল স্থানই দর্শকে পরিপূর্ণ!

এখন বেলা আন্দাজ ১১টা, বাবুর দল সং সেজে, সং ও রং দেখতে বাহির হয়েছেন, সিমুলিয়ার, ফরাসডাঙ্গার, শান্তিপুরে চৌড়া কালাপেড়ে, কাশীপেড়ে, চুড়ীপেড়ে, ও কমওয়ারী পেড়ে, শুভ্র ফিনফিনে কোঁচান কাপড় পোরে, আলপাকার, গরদের ও পাইনাপলের পিরান, চায়না কোট প্রভৃতি জামা জোড়ায় কলেবর ভূষিত করে, আর কোঁচান পাক দেওয়া উত্তরীয়, কেহবা স্কন্ধদেশে, কেহবা গ্রীবাদেশে, কেহবা বেজের মতন বক্ষদেশে আবদ্ধ করে, কেহবা পদ্ম ফুলের মতন হস্তে ধারণ করে, চকচকে জুতা, আর অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় ধারণ ও হস্তে যষ্টি লয়ে বাহির হয়েছেন। যাঁরা পদব্রজে বাহির হয়েছেন, তাঁদের হাতে প্রায় আঠারো থেকে বাইশ

ইঞ্চি পরিমাণের এক একটী,—যাঁর যেমন টেষ্ট, সেই রকম বর্ণের ও বাঁটের ছত্রদণ্ড শোভা পাচ্চে। উচুদরের বাবুরা চক্ষে চসমা ও জামার জেবে ঘড়ী আর চেন সংলগ্ন করে, ডাইক, ইষ্টুয়ার্ট আর ইষ্টম্যানের বাটীর আপীস যান, বর্গযান, ফিটন, মেল ফিটনাদি, শকটে বড় বড় ষোল হাত উচ্চের ঘোড়া যুতে বাহার দিয়ে বাহার দেখতে পথ কাঁপিয়ে চলেছেন। দর্শক মাত্রেরি দৃষ্টি উৰ্দ্ধ দিকে, সকলেই নিমেষশূন্য নেত্রে বারাণ্ডার পানে হাঁ করে দর্শন কচ্চেন। কি দেখচেন, তা আর প্রকাশ করে বলবার প্রয়োজন নাই। পাঠক! আপনি এমন মনে করবেন না যে, বারাণ্ডায় কেবল বারবণিতাগণই বিরাজ-মানা, বাবুর দলের বুকনিরও মধ্যে মধ্যে অপ্রতুল নাই। পূৰ্ব্বেই বর্ণন করা হয়েছে, অনেক বাবুভায়া বিবিদের লেজ ধরে গিয়েছেন, তাঁরা এখন মনোরমাদের মনোহর ছবির পেছন থেকে আপনাদের মনোমোহন নাগর প্রতিমূর্ত্তির আবছায়া দেখাচ্চেন। মস্তকে উত্তরীয়ের উষ্ণীষ বেঁধে, বাম হস্তে ব্যজন লয়ে বিবির কমল অঙ্গে বাতাস কচ্চেন আর মাঝে মাঝে মুখ ছরকুটে, দুপাটী দাঁত বের করে, কাষ্ঠ হাসি হেসে অপনার রসিকতার পরিচয় প্রদান কচ্চেন। হুতম এই সময় একটী আশ্চর্য্য প্রকৃতির বিপর্য্যয় দেখলেন। কমলিনীনায়ক দিনমণির উদয়ে মুদিত কমল প্রস্ফুটিত হয়, আর যতক্ষণ দিনকর কর বর্ষণ করেন, তাবৎকাল নলিনী বিকসিত থাকে, আজ প্রখর রবি-কিরণে অমলবদনা বারবিলাসিনীদের

কমল বদন ম্লান হয়েছিল। কপোলের পাউডর আর মেজেণ্টর স্বেদজলে আর্দ্র হয়ে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত করেছিল। সে রং ধোয়া রং দেখে হুতম আর হাস্য সম্বরণ করতে পারেন নাই। কিন্তু রসিক নাগরদের নেত্ররূপ অলিযুগল কমলের মধুপানে মত্ত থাকা জন্য এই রঙের ঢং কিছুই দেখতে পায় নাই। বরং সৌগন্ধযুক্ত রেসমী রুমালে ঘর্ম্মবারি মোচনে উদ্যত হোলে রসিকা অনুরাগপুর্ণ কটাক্ষপাত করে, হাত থেকে সছিনালি রুমালখানি কেড়ে নিলেন। দর্শকশ্রেণী রৌদ্রের উত্তাপে আর মানুষের ভিড়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর এবং শুষ্ক-কণ্ঠ। কতক্ষণে সং আসবে, কতক্ষণে সঙের ঢং দেখে নয়নের চরিতার্থতা সম্পাদন করবেন, সেই জন্যই ভারি ব্যস্ত। "বরফ!—চাই বরফ!" বলে বরফওয়ালা এক টুকরা ছেঁড়া ময়লা কেনবিস মোড়া একটী হাঁড়ী মাথায় করে সেই ভিড়ের ভিতর বার দিলে। তৃষ্ণাতুর দর্শকেরা বরফওয়ালাকে ডেকে, ছোট বড় দুপয়সা, তিন পয়সা মূল্যের লেবুর, দধির, অভাবে মালাইয়ের কুলপি কিনে তৃষ্ণা নিবারণ করতে লাগলেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহর।

এই দারুণ দুপর রোদ্দুরে রাস্তার দুধারী ছাতে লোকারণ্য! ছোট, বড়, মাজারী, ছানা, ডিম, সকলেই রাঙা, কালা, সাদা, সবুজ আর বাসন্তী বসনে মণ্ডিত হয়ে আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করেছে, মাথার উচু নীচুতে আর বিবিধ বর্ণের মনোহর ছটাতে দুর্গা ঠাকুরুণের চাল চিত্রের মতন দূর থেকে অতি মনোহর দেখাচ্চে। নিদা-

রুপ রৌদ্রে উত্তপ্ত হয়ে দুগ্ধ পোষ্য শিশু, জননীর কোলে রোদন কর্‌চে, জননী আঁচল ঢাকা দিয়ে কাণ চাপড়ে শান্ত কচ্চেন, আর সেই গুমট গ্রীষ্মের উপর ক্রমশ কোমল শরীর আরো ঘর্ম্মাক্ত কচ্চেন। একটু বড় ছেলেরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে রোদন কল্লে, সান্ত্বনা করবার জন্য ছাত থেকে কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে, ফিরিওয়ালাদের বারকোষের তেবাক্টে মোণ্ডা মিঠাই তুলে নিচ্যেন। ছাতেরা আজ টের পাচ্চে কাঁসারীদের সং পার্ব্বণ, সভয়ে কম্পিত হয়ে মাহেন্দ্র ক্ষণের ঘরের মতন পড়ি পড়ি কচ্চে!

এতক্ষণে হাঁটা সঙেরা চিতপুর রোডে পেঁছিলেন, "সং বেরিয়েছে সং বেরিয়েছে" এই চীৎকার ধ্বনিতে কর্ণকুহর বধিরপ্রায় করে তুললে, আর তামাসগীর লোকেরা অগ্রসর হয়ে দক্ষিণাস্যে এক দৃষ্টে পথের পানে তাকাতে লাগলেন। একটী তেতলা বারিকের নীচে ভারি জটলা, কিন্তু কাহারো দৃষ্টি পথের পানে নাই, সকলেই হাঁ করে উর্দ্ধ দিকে অবলোকন কচ্চেন। তবে এবার কি সং বিমানপথ দিয়ে আগমন কচ্চে? হলেও হতে পারে,—আশ্চর্য্য কি! আজকাল যেরূপ কলের কারি-কুরী দেখতে পাওয়া যাচ্চে, তাতে বড় একটা অসম্ভব নাই। হুতম একবার উর্দ্ধে তাকালেন, আর যে সং দেখলেন, বোধ হয় সে সংটী অনেকেই দেখেছেন, বর্ণনা করা বাহুল্য। তবে যে সকল পাঠক দূরদৃষ্টি বশত দেখতে পান নাই, তাঁদের জন্য সে বিষয়টীর বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। উক্ত বারাণ্ডায় একটী পূর্ণবয়স্কা যুবতী, দেখতে

নেহাৎ মন্দ নয়, আসমানী রঙের সাড়ী পরা, নাকে একটী নোলক, আর অপরাপর অঙ্গেও অভরণের অপ্রতুল নাই, সেই রমণীরত্নের মনোহরণ মানসে, তার পাশের বারাণ্ডা থেকে একটী সৎকুলোদ্ভব সম্ভ্রান্ত পরিবারের পীল ইয়ার সুরাপানে বিহ্বল হয়ে নানাবিধ হাব ভাব ভঙ্গির সহিত অতি উচ্চৈঃস্বরে উক্ত বিলাসিনীর সঙ্গে প্রাঞ্জল মিষ্টালাপ কচ্চেন, আর মধ্যে মধ্যে পানের দোনা ছুড়ে উপঢৌকন দিচ্চেন। এই বেহায়া নির্লজ্জ বদমায়েস বাহাদুরের রং দেখতেই ঐ বারাণ্ডার নীচে তত লোক দাঁড়িয়ে গেছে। এই সুযোগে গাঁটকাটা ভায়ারা গুলীর পয়সার সংস্থান করে নিচ্চে, আন্দাজ দশ বৎসর বয়স্ক একটী বালক একজন অন্যমনস্ক দর্শকের পকেট থেকে বেমালুম একটী সিকি আর গুটী-কতক পয়সা মায় ছেঁড়া রুমাল বাহির করে নিলে! তার দুহাত তফাতে দুজন লাল রঙ্গের কাল ঝালর দোয়া পাগড়ী মাথায় দণ্ডায়মান! বোধ হয় বন্দবস্তী! এতক্ষণে সঙের শ্রেণী চোরবাগানের গলীর সামনে এসে উপস্থিত হল, প্রথম সং জন পাঁচ ছয় মুস্ক মর্দ্দ, মাতা নেড়া করে এক একটী মাত্র টিকী রেখে, পথ ভিখারী বৈরাগীর সাজ সেজে, গীত গাইতে গাইতে চলেছে, আর জমকাল গোচের বেশ্যার দল যে বারাণ্ডায় দেখছে, তারি নীচে দাঁড়িয়ে, প্রভাতী সুরে একটী ভজন গাচ্চে। যে সকল গীত সঙেরা গেয়ে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করছিল, সেগুলি আমার এই ক্ষুদ্র পক্ষদ্বয়ে অঙ্কিত

করে পাঠকগণের গোচর করা দুঃসাধ্য, তবে এই বল্যেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে, সেগুলি এতদূর অশ্লীল যে, ভদ্রলোকের শ্রবণযোগ্য নয়। আপনারা শুনে থাকবেন, সহরে অশ্লীলনিবারিণী একটী সভা সংস্থাপন হয়েছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সে সভাটী নামেই আছে, দুএকদিন বটতলায় দেখা গিয়েছে, কার্য্যে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় সং কতকগুলি কাল কাঁসারী কেলুয়া ভুলুয়ার মতন নেংটীপরা, তিন পয়সা দামের ঝুটো জরীর টুপী মাথায় আর লম্বা লম্বা কঞ্চীর ছিপের গোছা হাতে, পাখীমারা সেজে বারাণ্ডার উপর বিরাজমানা রসিক নাগরদের হৃদপিঞ্জরের পক্ষীদের হৃদয়ে সাতনলা চালাচ্চে, আর যা মনে আসচে, তাই বলে রসের ভাণ্ডারের দ্বার খুলে রসিক রসিকার মন ভুলাচ্চে। এখন একেবারে এত সং রাস্তায় এসে পড়ল যে, তাদের নির্ণয় করে উঠা ভার, কুকুর মারা, টিকেওয়ালা, মিশিওয়ালী, ভালুক নাচানো, আর গোঁপ কামান সাড়ীপরা মিনসেরাও নেড়ির দল সেজে নানান ঢঙে নাচতে নাচতে ও নানান রকমের গীত গাইতে গাইতে পথ সরগরম করে ফেললে। কোন দলের সঙ্গে তবলা বাঁয়া, কোন দলের সঙ্গে মজলিসী ঢোল, কোন দলের সঙ্গে ঢুলির ঢোল, আর কোন দলের সঙ্গে খোল, নানা তালে সঙ্গতচ্ছলে কাণের দফা রফা করে দিলে! জন-কতক ছোঁড়া ইজের চাপকান পরে, মাথায় তাজ দিয়ে, হাতে এক একটা পিচকারী নিয়ে, প্রসিদ্ধ চোদ্দ আইনের

সারভাগের অভিনয় দেখাতে দেখাতে চলেছে। একটা অল্প বয়স্ক ছোঁড়া যুবতী সেজে আর একটা যুবক সেজে আর একজন আদ বইসী বামণ সেজে বিখ্যাত মোহন্তের মহৎকর্ম্মের অনুরূপ মনোহর গানে মোহন্তের অভিনয় দেখাতে দেখাতে চলেছে। জেলেনী তার যুবতী কন্যার বিবাহ উপলক্ষে আশামত পণ লাভে বঞ্চিতা হয়ে আক্ষেপ সুরে বংশজ ব্রাহ্মণদের ঘরের বড় বড় মেয়ে যেরূপ বহু মূল্যে বিক্রয় হয়, সেই ব্যঙ্গসঙ্গীতে রাস্তা মাত করে চলেছে। সাবেক সং দীয়াশলাইওয়ালা; অশীতপর বয়সেও তার রং মেটে নাই, সে নব্যদলের বাবুর মতন সভ্যসাজ পরে অর্থাৎ রং বে রং ফুলকাটা সাটীনের নিম-কাবা আর চুড়িদার পাজামা পোরে, মাথায় জরীর ক্যাপ দিয়ে রসনচৌকি বাদ্যের তালে তালে নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে চলেছে; দুই কাণে দুই বড় বড় বীরবউলী, কণ্ঠদেশে রূপার মোটা গোট আর চন্দ্রহার শোভা পাচ্চে! আক্ষেপ, নাকে একটী নত নাই! তার যে অভিনয়ের কাল সংক্ষেপ হয়ে এসেছে, কালের দূত পেছু পেছু ফিরচে, সেটী তার মনেও নাই, আজো তার বাঁচবার আশা বিলক্ষণ বলবতী আছে। পাছে প্রখর রৌদ্রের তাপে দেহ তাপিত হয়. সেই আশঙ্কায় একটা ভাড়াকরা গিল্টীর রাম ছাতার ছাওয়ায় ছাওয়ায় চলেছে। আর আর যে সকল খুজরা গণনাতীত হাঁটা সং দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছিল, সে সকল গুলি বর্ণনা বাহুল্য। এখন হাটা সঙের ভিড় কমিনি, খাতার সং দেখা দিলে। গরুর গাড়ীর উপর বাঁশের

ঠাট, রঙ্গিন চিনের কাগচের আবরণে সুশোভিত, তারি মধ্যে হরেক রকমের সঙের দৃশ্য। প্রথম সং মেড়ুয়াবাদীদের বহর, কতকগুল আদবুড় মিনসে, পাঁচচুল করে মাথা কামিয়ে, মেড়ুয়া ধরণে দাঁড় বাইতে বাইতে, অশ্লীল ভঙ্গি দেখাতে দেখাতে, আর সেই ধাঁচের গান গাইতে গাইতে গদাই লস্করী চালে চলেছে। তারপর কৃষ্ণলীলা—ওরফে হোলী ;—রামলীলা,—ওরফে হনুমানযাত্রা ; মার্কণ্ড মুনির মার্গে শাল ইত্যাদি হরকসম সঙে সরকারী মার্গ তোলপাড় করে আর দর্শকগণের দর্শন শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে ক্রমশ বারাণসী ঘোষের মার্গে প্রবেশ কর্‌লে। বেলা প্রায় ৪টা, এতক্ষণে দর্শকের ভিড় কমতে লাগল, পুলিসের পাসের সময়ও ঘুনিয়ে এল, সাজা আর দর্শক সঙেরা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আকুল হয়ে আপন আপন গৃহাভিমুখে গমন কর্‌তে লাগল।

এত কষ্ট, এত ক্লেশ করে, মিউনিসিপল ধূলা ভক্ষণ আর প্রচণ্ড সূর্য্যদেবের সুশীতল কিরণ পান করে, দর্শকেরা কি দেখে এলেন? এই প্রশ্নের উত্তর যাঁরা সং দেখতে বেরিয়েছিলেন, কেবল তাঁরাই দিতে পারেন। আর্য্য জাতি অতি প্রাচীন কাল থেকে সভ্যতার সুখাস্বাদন করে, জগতের মধ্যে যে মান্য গণ্য হয়েছিলেন, সেই বিশুদ্ধ রুচির কি এই পরিণাম! হায়! যাঁরা বংশের মানমর্য্যাদায় জলাঞ্জলী দিয়ে পরাধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে স্বভাবতই অহরহ মুখে কালী চূণ মেখে সংসেজে

সংসারে সঞ্চরণ কচ্চেন, তাঁদের আর অতিরিক্ত কালী চূণ মেখে ধার করা সভ্যতার মুখস মুখে দিয়ে সং সাজবার বা সং দেখাবার কি প্রয়োজন, হুতম তা জানেন না। যে সমাজের লোকের এখনো এত নীচ প্রবৃত্তি, যে সমাজ এতদূর আত্ম বিস্মৃত, সে সমাজের উন্নতির আশা আকাশ-কুসুমের ন্যায় স্বপ্ন কল্পনা মাত্র।

ফলবতীর বিবাহ।

সহরে ঢি ঢি হয়ে গেল, ১২৮০ সালের ১৩ই চৈত্র প্রাতঃকালে মেটেপুকুর পল্লীতে খোকার মার বিবাহ!! বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে পেড়ে ফিনুফিনে ধুতি পোরে, মাথায় হলুদ ছোপান গামছা বেঁধে, সিমুলিয়া পাড়ার বিখ্যাত ঘটক গোবর্দ্ধন মজুমদার পাড়ায় পাড়ায় নিমন্ত্রণ দিয়ে গেল। বরের নাম চৌরঙ্গী বিশ্বাস, বয়ঃক্রম পঁয়তাল্লিশ বৎসর, জাতি সদ্‌গোপ, পেসা দোক্তা তামাক আর চুরটের দোকান। কন্যার নাম কেরোলাইন বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ২১ বৎসর, জাতি ব্রাহ্মণ, পেসা কারপেট বোনা। পুরোহিত অজাগর সেন, জাতি বৈদ্য। বিবাহের লগ্ন তিথি নক্ষত্র যোগে ঠিক সংলগ্ন হোল, যজুর্ব্বেদ আর সুতহিবুক লজ্জায় ম্রিয়মাণ হোলেন, হোগলার চাঁদোয়ার নীচে বিবাহের সভা সাজানো হোয়েছে, পুষ্প-চন্দন ও শালগ্রাম অন্তর্ধ্যান করেছেন, ছোট একটী ঢিপির

উপর উপাচার্য্য উপবিষ্ট ; সম্মুখে জোড়হস্তে বরকোনে দণ্ডায়মান। প্রথমে পরমেশ্বরের রূপগুণ বর্ণন, তার পর বরকোনের প্রতিজ্ঞা পাঠ। বর ঈশ্বরের নামে শপথ পূর্ব্বক কহিলেন, আমার নাম শ্রীচৌরঙ্গী বিশ্বাস, পিতা ৺ যোগ-জীবন বিশ্বাস, পিতামহ ৺ হরানন্দ বিশ্বাষ, প্রপিতামহ ৺ নকুল বিশ্বাস, আমি হিন্দু নই, মুসলমান নই, খৃষ্টান নই, য়িহুদী নই, বৌদ্ধ নই, জৈন নই, পারসীও নই, এপর্য্যন্ত আমার বিবাহ হয় নাই, অদ্য আমি এই শ্রীমতী কেরো-লাইন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধর্ম্মপত্নী রূপে গ্রহণ করিলাম, চিরজীবন আমাদের এ বন্ধন ছিন্ন হইবে না। কন্যাও ঐরূপ শপথ করিয়া পিতৃপিতামহাদির নাম উল্লেখ পূর্ব্বক কহিলেন, এক বার আমার বিবাহ হইয়াছিল, সাত মাস হইল, সে স্বামির পরলোক বাস হইয়াছে, তাঁহার ঔরসে আমার গর্ভে একটী পুত্র হইয়াছে, অদ্য আমি এই শ্রী চৌরঙ্গী বিশ্বাসকে পতিত্বে বরণ করিলাম। শেষে পুরো-হিত একটী লেকচর দিলেন, বিবাহ সিদ্ধ হয়ে গেল। কন্যা অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। বাড়ীর মেয়েরা এই সকল ব্যাপার দেখে শুনে, হুলস্থুল বাধিয়ে তুললে, বিয়ে হোল, ঠাকুর এল না, স্ত্রীআচার হোল না, এ অলক্ষণে ভয়ঙ্কর সেই ভয়ে বরকে বাসরে প্রবেশ করতে দিলেন না। সকলেই বতিব্যস্ত, সভায় ভারি গোল। বিবি কেরোলাইন একপ্রকার নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলেটীকে কোলে কোরে পিড়ীতে বোসে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন, এমন সময় খবর এল, ছানী বিবাহ উপস্থিত, আবার সেজে গুচে স্ত্রীআচার না হলে,

সে বিবাহকে বাতিল ও নামঞ্জুরের দলে গণ্য হতে হবে। সেই জন্য সকলেই এখন অগত্যা দায়ে পড়ে স্ত্রীআচারে মত দিয়েছেন, আচ্ছাদনের নীচে বর দাঁড়িয়ে, তোমার প্রতীক্ষা কচ্চেন. শুভস্য শীঘ্রং। এই কথা বোলেই পিড়ী সুদ্ধ কেরোলাইনকে তুলে শ্রীআচারের স্থলে লয়ে যাওয়া হলো। কোলের ছেলে কোলেই থাকল, চির প্রচলিত চণ্ডীর পুথি ও কাজললতার স্থলে, সেই ছেলিটীকেই নূতন প্রতিনিধি বলে প্রেস করলেন। যখন সাত পাক ফিরিয়ে শুভদৃষ্টি করানো হয়, সেই সময় এক জন পিতামহী দলের গৃহিণী সহর্ষে বলে উঠলেন, আহা! দিব্বি বরটী! প্রজাপতির কেমন খেলা, এই নূতন বরের মুখখানি ঠিক খোকার বাপের মুখের মতন! পতিব্রতা কেরোলাইন এই মর্ম্মান্তিক নির্ঘাত বাক্য শুনে পূর্ব্ব প্রণয় স্মরণ হওয়ায় ডাকছেড়ে কেঁদে উঠলেন। জননীর রোদনে ঘুমন্ত শিশুটীও ট্যা——করে কেঁদে উঠ্‌লো! বর অবাক! যাঁরা স্ত্রী আচারের জন্যে পিড়ী বহন কোচ্ছিলেন, তাঁরা এই ব্যাপার দেখে তাড়াতাড়ি পিড়ীখানি নামিয়ে ফেল্লেন।

বর মনের দুঃখে ম্লান হয়ে মনে মনে আক্ষেপ কোত্তে লাগলেন, খোকার মাকে বিবাহ কোরে কি দুষ্কর্ম্মই করেছি! দেখ্‌তে পাচ্চি, পূর্ব্ব পতির প্রতি এর পবিত্র প্রণয় আজ পর্য্যন্ত অত্যন্ত বলবান! আমার সঙ্গে প্রণয়ালাপ কোত্তে এ যখন পূর্ব্ব পতির গল্প তুলবে, তখন দম ফেটে আমার প্রাণ যাবে! মারকীণ প্রেততত্ত্বের প্রভাবে সেই মৃত স্বামী যদি এসেই উপস্থিত হয়,

তা হলে আরো বিভ্রাট। আমি হিন্দুধর্ম্ম বিসর্জ্জন কোরে ব্রাহ্ম খাতায় নাম লিখিয়েছি বটে, কিন্তু তা বোলে আগে-কার সদ্গোপ হয়ে ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ কোরে মহা পাতকে ডুবেছি! জগদীশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, আমি এখনি এই খোকার মাকে ডাইবোর্স কোত্তে প্রস্তুত আছি। যে প্রতিজ্ঞায় বিবাহ করেছি, সে প্রতিজ্ঞা আর নাই, অনুতাপেই ডাইবোর্স কোল্লেম!

এখন সকলে দেখুন, দিবাভাগে ব্রাহ্মমতে এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির বিধবা বিবাহে কত বিপত্তি! খোকার মা পূর্ব্ব প্রণয় স্মরণ কোরে পূর্ব্ব স্বামির জন্য রোদন কোল্লেন। কাজেই নূতন বর চৌরঙ্গীকে এক দণ্ড পূর্ব্বের ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞায় ইস্তকা দিতে হলো! ফলবতীর বিবাহের এই চরম ফল!!!

রেস্ত-শূন্য আমীর।

বনেদী বড় মানুষের ছেলে বিষয়ভ্রষ্ট হলে যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, পৈতৃক মানসম্ভ্রম রক্ষা করতে সে যে সকল কৌশল অবলম্বন করে, তা জগদ্দর্শী হুতমের আর বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ লোকের অবিদিত নাই। ছেঁড়া কাপড় রিপু করে কতদিন কাটতে পারে? ভগ্ন ঘরে দাগরাজী করে কতদিন চলে? ধারের উপর নির্ভর করে কত দিন জীবিকা নির্ব্বাহ হতে পারে? আর শুষ্ক হাঁড়ীতে পাত

বেঁধে কতদিন সম্ভ্রম রক্ষা হতে পারে? মর্য্যাদাবান লোক প্রাণ থাকতে, সম্ভ্রম ত্যাগে শক্ত হন না, সুতরাং সেই পূর্ব্ব সম্ভ্রম বজায় রাখবার চেষ্টা করতে করতে অবশেষে অবসন্ন হয়ে, হয় দেশত্যাগী, না হয় কারাবাসী, না হয় পথের ভিখারী হতে হয়। যার আয় নাই, সে ব্যক্তি ব্যয় কোথা থেকে করবে? কিন্তু দৈনন্দিন ব্যয় বন্ধ থাকে না, সেই সাবেক মত চালচলনগুলি, ক্রিয়াকলাপগুলি কোন মতে সমাধা করতেই হবে। দান খয়রাত, ক্রিয়াকলাপ সম্ভ্রমের প্রধান অঙ্গ, সেগুলি বন্ধ হলে লোকে প্রকৃত অবস্থা টের পাবে, সমাজে আর পূর্ব্ববৎ সমাদর থাকবে না, কাজেই সে সমস্ত চলতী খাতায় নির্ভর করে নির্ব্বাহ করতে হয়। আজব সহরের প্রতিগলীতেই এইরূপ লোকের অভাব নাই। ইটখোলা গলীর হারানন্দ বাবু, বনেদী বড় মানুষের ছেলে, পিতা পিতামহ বড়লোক ছিলেন, বিষয় আশয়ও বিলক্ষণ ছিল। হারানন্দ বাবুর পিতামহ সেকেলে সওদাগরের হাউসের মুচ্ছুদ্দী ছিলেন, দস্তুরী খাতায় বিলক্ষণ দশ টাকা আয় হোত, দশটা ক্রিয়াকলাপও করতেন, পিতা মাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কোন বৎসর পিতলের থালা একখানি আর একটী আধুলি দিতেন, কোন বৎসর বা ধোয়া মলমলের ধুতি একখানি আর নগদ আট আনাও দিতেন, এ সওয়ায় পূজাপার্ব্বণেও সিকিটা আধুলিটাও দেয়া ছিল। সর্ব্বদা যারা নিকটে মোসাহেবী চালতে থাকত, তাদেরো মধ্যে মধ্যে দুটাকা

এক টাকা দিয়ে সাহায্য করা ছিল। দুর্গাপূজা, শ্যামা-পূজা, দোল, রথ, রাস এসব ক্রিয়াগুলিও জাঁকজমকের সহিত সমাধা করতেন। সুতরাং সমাজে তাঁর বিলক্ষণ সম্ভ্রম আর প্রতিপত্তি ছিল, প্রকাশ্য সভা সমাজে তাঁর আমন্ত্রণ হোত, আর সকল সভারই তিনি সভ্য ছিলেন। পবলিক সবস্ক্রিপসন লিষ্টেও তাঁর নাম থাকত, আর কেহ দায়গ্রস্ত হয়ে দায় জানালে, তার উপকার করা ছিল। পৈতৃক বিষয় ছিল, তার উপর তাঁর নিজের টাকা বেশ আয় ছিল, তাতেই এই সকল কাজগুলি এক রকমে চলত। হারানন্দ বাবুর পিতাও পৈতৃক নাম ডুবান নাই, তাঁর সময়েও সংসারের বিলক্ষণ জলজলাট ছিল। তিনি ইংরাজী লেখাপড়া কিছু জানতেন, সুতরাং দেবদেবীর অর্চ্চনার উপর বড় একটা শ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু সমাজে সেটী প্রকাশ হবার ভয়ে ক্রিয়াকলাপ-গুলি সকলি করা হোত। অল্প ইংরাজী শিক্ষার ফল সকলো তাঁতে বর্ত্তেছিল, রাত্রি ৯ টার পর মজলিস বর-খাস্ত হলে বৈটকখানায় পাঁচো ইয়ার নিয়ে, একটু আদটু লাল জল সেবন করা অভ্যাস ছিল, সেই সময় ইংরাজী কবিগণের কবিতার আলোচনা আর ইংরাজী উপাদেয় মটনচপ চর্ব্বণ করা হোত। তিনি গোপনে করতেন, বড় একটা বাড়াবাড়ী ছিল না, তাই সাধারণে এসব সমাচার অবগত হতে পারে নাই। ডুবে জল খেলে সদাশিবের বাপের সাধ্য নাই যে জানতে পারে। যুবাকালে বিষয়-কর্ম্মের উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি ছিল, যদিও তিনি কোন চাকরী

করতেন না, কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য করা ছিল, তার দ্বারা দশ টাকা আয়ও হোত। অদৃষ্ট চক্রনেমি সর্ব্বদাই পরিভ্রমণ কচ্চে, লোকের সকল সময় সমান থাকে না। হারানন্দ বাবুর পিতার বুদ্ধির ভ্রমেই হউক, বা অদৃষ্টের ফেরেই হউক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ফাঁদে পড়ে অনেক টাকা ক্ষতি করেন; এমন কি, সে সময় তাঁর বিপক্ষ দলের লোকেরা "বাবু এই বার কাত হলেন" এরূপ গল্প গুজব করতেও ত্রুটি করে নাই; কিন্তু হারানন্দ বাবুর পিতা সে ঝেঁকে কাটিয়ে উঠেছিলেন। দায় থেকে উদ্ধার হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই সময় থেকে হারানন্দ বাবুর পিতার অবস্থা অনেক রকমে পরিবর্ত্তন হয়েছিল। তাঁর আর ক্রিয়াকলাপের উপর পূর্ব্বের ন্যায় দৃষ্টি ছিল না, দান খয়রাতো পূর্ব্বাপেক্ষা পারিমাণিক খাট হয়ে এসেছিল, কিন্তু তিনি বুদ্ধিজীবী ছিলেন, সেই জন্য সাধারণে তাঁর প্রকৃত অবস্থা টের পায় নাই। বাহ্য আড়ম্বরগুলি পূর্ব্বের মতন বজায় রেখেছিলেন। গাড়ী, ঘোড়া, চাকর, নোকর আগে যেমন ছিল, তার কিছুই কমান নাই। কাজেই যে সকল লোকে ভড়ং দেখে ভুলে, তারা কেহই ভিতু ঘরের খবর জানতে পারে নাই। কিন্তু একটী বিষয় সকলেই জানতে পেরেছিল, সেটী আর গোপন ছিল না। এই অবস্থা পরিবর্ত্তন থেকেই হারানন্দ বাবুর পিতা প্রকাশ্যরূপে সুরাপান করতে আরম্ভ করেছিলেন, বোধ হয় মনের চাঞ্চল্য নিবারণ মানসেই অনবরত সুরা সেবন করতেন। সন্ধ্যার পর বাবুর মজলিসে আর আগেকার

মতন, টিকীওয়ালা, নস্যের সামুখ টেঁকে, গঙ্গাদি সানু-নাসিক শব্দ উচ্চারণাক্ষম পণ্ডিত মহাশয়দের ও খোসা-মুদে বামনদের আমদানী ছিল না। এখন খোসপোসাগী বাঁকা সিঁতীর দল ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের স্থলে অভিষিক্ত হয়েছিলেন, কুৎসা কথার বদলে প্রাঞ্জল মিষ্ট মেয়ে মানুষের কথা, কটমটে সংস্কৃত শ্লোকের স্থলে সুললিত বাইরণ, বেকন, আর পদধূলির পরিবর্ত্তে মোজা জুতার রিফাইন ধূলা আসর নিয়েছিল। হারানন্দ বাবুর পিতা যা মনে করে বামনপণ্ডিতদের তাড়িয়েছিলেন, অদৃষ্টগুণে তার বিপরীত ফল ফলে উঠল। সাবেক হতে এখন ব্যয় বিলক্ষণ বেড়ে উঠেছিল। পূর্ব্বে যা সিকিটা আদুলিটাতে নির্ব্বাহ হোত, এখন তার শতগুণ অধিক খরচ হতে লাগল। এখন আর নমাসে ছমাসে পরাণ ময়রার রাতিবীতে কার্য্য সম্পন্ন হয় না, পরাণের মিষ্টান্ন এখন তমাদী আইনের অন্তর্গত। প্রতি রাত্রিতে মামার পার্ব্বণী, তার উপর আবার পশ্চিম প্রদেশীয় পয়-মার মাল—ভক্ষ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, একেই রক্ষা নাই, কিমু তত্র চতুষ্টয়ং। সংসর্গের এমনি চমৎকার মোহিনী ক্ষমতা, সংসর্গের এমনি বিচিত্র আকর্ষণা প্রভাব, একবার কুসংসর্গে পতিত হলে, তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ভার। হারানন্দ বাবুর পিতার এখন আর সে কাল নাই, এখন তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে আঠার শত খৃষ্টাব্দের একজন প্রধান দৃশ্য। হারানন্দ বাবুর পিতার অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়েছে, তাঁর মিজাজ

ফিরে গেছে, তাঁর ব্যবহার বদল হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৈনন্দিন কার্য্যাদি সমস্তের ভাবও এক নূতন পথ অবলম্বন করেছে। পূর্ব্বে তিনি প্রাতঃকালে উঠে, সূর্য্যদেবের অস্তাচল গমন পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য, যেরূপ নিয়মে সম্পন্ন করতেন, এখন সে সকল কার্য্য, সে সকল নিয়ম, কালের পরিবর্ত্তন-প্রিয় কুটিল চক্রের নীচে পড়ে প্রাণত্যাগ করেছে। আগে অরুণোদয় কালে শয্যা ত্যাগ করে গাত্রোত্থান করতেন, এখন বেলা ৯টা না বাজলে নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। পূর্ব্বে প্রাতঃকৃত্য লোক দেখান গোচের করা হোত, খানসামারা গায়ে তেল মাখিয়ে দিত, আর স্নানের পর পিত্তি রক্ষার জন্য একটু চিনির সরবত পান করা অভ্যাস ছিল। এখন আর খানসামাদের কষ্ট করে তেল দিয়ে বাবুর গাত্র সেবা করতে হয় না, "তেল মানুষেও মাখে, তেল মাখা অত্যন্ত অসভ্য ব্যবহার" তৈলের স্থলে সুগন্ধি সাবান বাঁশগাড়ী করে বাবুর দেহ-জমী দখল করেছে। সুশীতল সুমিষ্ট শর্করোদক হতাদৃত হয়ে, রোদন করতে করতে পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকদের নিকট শরণ গ্রহণ করেছে। খোঁয়ারি আর চিনির পানায় কাটে না, সুতরাং স্নানের পূর্ব্বে, মুখ প্রক্ষালনাদির পূর্ব্বে চা সেবার প্রয়োজন হোত, হয় ত কোন দিন কেবল চায়েও সানাতনা, চোরা গোপ্তা এক ডোজ না নিলে গত রাত্রির অত্যাচারজন্য অসুখ নিবারণ হোত না। গৃহস্থ-আহার শাক, দাল, ঝোল, অম্বল এখন বাবুর

রসনায় আস্বাদন বিহীন, কেমন করে যে বাঙ্গালীরা এই সকল শাক, পাতা, কচু, পোকা মাকড় খেয়ে, দেহধারণ করে থাকে, সেইটী এখন বাবুর পক্ষে হেঁয়ালী বিশেষ। দিবা ভাগে কোনমতে গোটাকতক অন্ন আহার করে দিনপাত করতেন, কিন্তু রাত্রিতে অনাহার জন্য দুঃখের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্বাদু মুরগী, মটন, সেবন করে দেহের বলাধান করতেন। প্রতি রাত্রিতে পাঁচো ইয়ারে এইরূপ জটলা, এই প্রকার আহারাদির ব্যয়, গুণ্‌তি টাকায় কুলান হোত না। একে অবস্থা সিকস্ত, তার উপর আবার ব্যয়সাধ্য অত্যাচার, সময়ে সময়ে ঋণ গ্রহণ না করলে আর চলে উঠত না। পাঠক! সুরা আর ঋণ এই দুটী যে মহাত্মাকে আশ্রয় করে, তার ভাবী অবস্থা যেরূপ শোচনীয় দশায় পরিণত হয়, তা বোধ করি আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। হারানন্দ বাবুর পিতার অবস্থা দিন দিন অবসন্ন হতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও দেহে প্রবেশ করে আপন আধিপত্য সংস্থাপন করলে। বলকর পান আহারে দেহকে সুস্থ রাখতে পারলে না, জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ দেহরাজ্যে প্রবল বল বিকাস করে বাবুকে শয্যাশায়ী করলে। কিছু দিন ভোগের পর, বড় বড় ডাক্তর সাহেবদের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জলযোগের পর, বাবু পর-লোকে যাত্রা করলেন। মৃত্যুশয্যায় হারানন্দ বাবুর পিতা, হারানন্দ বাবুকে আহ্বান করে একটী মাত্র উপদেশ দিয়ে যান "যেন তিনি কখন স্বইচ্ছায় যা

কাহার পরামর্শে সুরাদেবীর অর্চ্চনা না করেন”।
পিতার মৃত্যুকালে হারানন্দ বাবুর পাঁচ বৎসর মাত্র
বয়ঃক্রম, সুতরাং অবশিষ্ট ত্যজ্য সম্পত্তি যা কিছু
ছিল, হারানন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠতাত, তাঁর মাতামহ আর
তাঁর মাতা অবিভাবক সূত্রে দখল করলেন। হারানন্দ
বাবুর পিতার মৃত্যুর একমাস পরেই, খানসামা, চাকর
বাকর, আর গাড়ী ঘোড়া বিদায় আর বিক্রয় হোল।
হারানন্দ বাবু নাবালক, সুতরাং প্রয়োজন নাই। বৈটক-
খানার সজ্জা, আর এলেবত পোষাক যা কিছু ছিল,
জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় সেগুলি সব আত্মসাৎ করলেন,
আর সোণা রূপার আশবাব—তৈজসপত্রগুলি, পূজ্য
মাতামহ, মাতার সম্মতির সহিত বিক্রয় করে, নাবাল-
কের ইষ্টেটে জমা দেওয়া হবে, এই বাহানায় সেগুলিও
তাঁর উদরমধ্যে প্রবেশ করলে। এইরূপে অস্থাবর
সম্পত্তির ভাগ বিভাগ, বণ্টনের পর, স্থাবর সম্পত্তির
উপর দৃষ্টি পড়ল, কিন্তু হারানন্দ নাবালকরূপ কণ্টক
থাকা হেতু, সেগুলি হস্তান্তর ঘটনা হোল না। তবে
যে সময় হারানন্দ বাবুর পিতা, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের
হিড়িকে পড়েন, সেই সময় তিনি কতকগুলি সম্পত্তি
আপনার স্ত্রীর নামে, আপনার ভাগিনেয়ের নামে
বেনামী করেছিলেন, সেই গুলির এখন ন মাতা ন
পিতা, বেওয়ারীস মালের মতন জ্যেষ্ঠতাত আর মাতামহ
মহাশয়ের অনুগ্রহের উপর নিপতিত হোল। বিষয়-
তৃষ্ণা এত বলবতী যে, সে প্রলোভনের হাত এড়ান সহজ

ব্যাপার নয়। জ্যেষ্ঠতাত আর মাতামহ উভয়েই অন্যকে ফাঁকি দিয়ে সকলগুলি নিজে হস্তগত করবার প্রয়াস পেতে লাগলেন, কিন্তু সিয়ানে সিয়ানে কোলাকুলী! হঠাৎ কেহই কিছু করে উঠতে পারলেন না। হারানন্দ বাবুর মাতাও নেহাৎ নির্ব্বোধ ছিলেন না, তিনিও গতিক দেখে, আপনার সংস্থানের পথ দেখতে ত্রুটি করেন নাই। সকলেই আপন আপন লভ্য গণ্ডা লয়ে ব্যতিব্যস্ত, হারানন্দ বাবুর ভাবী মঙ্গলের দিকে, তাঁর লেখা পড়ার দিকে, কেহই ভুলে একবার দৃষ্টিপাতো করেন নাই। বড় মানুষের ছেলে, বিশেষ এক ছেলে, এরূপ অবস্থায় যেরূপ হয়ে থাকে, তাই হারানন্দ বাবুর অদৃষ্টে ঘটনা হোল ;—একটী বাঙ্গালা পাঠশালে তাঁকে ভরতি করে দেওয়া হোল। হারানন্দ বাবু বাল্যকাল থেকেই মনে মনে জানতেন যে, তিনি বড় লোকের ছেলে, সেই ছেলেবেলা থেকেই একটী পরিবার-গৌরব, তাঁর মনো-ক্ষেত্রে অঙ্কিত হয়েছিল, তিনি সমবয়স্ক বালকদের তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করতেন, এমন কি, গুরুমহাশয়, পণ্ডিত মহাশয়েরাও সে তুচ্ছ তাচ্ছীল্যের হাত এড়াতে পারেন নাই। হারানন্দ বাবুর মাতামহ, পণ্ডিত মহাশয়দের বলে দিয়েছিলেন, যেন তাঁরা তাঁকে কোনরূপ তাড়না না করেন, যত দূর বিনা তাড়নায় শিক্ষা হয়, তাই তাঁদের করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, কাজেই হারানন্দ বাবু বাল্যকাল থেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে ক্লাসের মধ্যে বাবু হয়ে উঠেছিলেন।

অবয়ব-বিজ্ঞতা।

মনুষ্যমধ্যে অনেকে বিনা শিক্ষায়, বিনা অধ্যয়নে বিষয়বিশেষে বিলক্ষণ পারদর্শিতা প্রকাশ করে থাকেন। ভাষাজ্ঞান নাই, অথচ যিনি সমাজে দুটো কথা কইতে থতমত না খান, তিনি সদ্বক্তা বলে পরিচিত হন; আর জন্মেও যিনি ন্যায় অথবা বিজ্ঞানশাস্ত্র চক্ষে দেখেন নাই, তিনি যদি কোন বিজ্ঞানশাস্ত্রের অথবা ন্যায়-বিচারের দুটো মুখস্থ বাঁদি গৎ আওড়াতে পারেন, তবে তিনি বিজ্ঞানবেত্তা ও নৈয়ায়িক বলে বিখ্যাত হন। পৃথিবীমধ্যে এই সম্প্রদায়ের লোকই অনেক। এঁদের মধ্যে এক দল মনুষ্যের অবয়ব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে অন্তরের ভাব পরীক্ষা কত্তে পারেন, হুতম তাঁদের পাঠকগণের নিকট অবয়ববিজ্ঞ বলে পেস কল্লেন। কোন সভায় যদি অপরিচিত লোকের সহিত তাঁদের সাক্ষাৎ হয়, প্রথমেই তারা সেই ব্যক্তির অবয়ব ও মুখের ভাব ভঙ্গি দেখে তিনি কি ধাতের লোক, সেটী এক রকম মনে এঁচে তাঁর প্রতি ঘৃণা বা ভক্তি, ভয় বা ভালবাসা, চখের দেখাতেই মনোমধ্যে স্থির করে থাকেন। লোকের কেবল স্বভাব অবয়বে অনেকটা প্রকাশ পায়, এটী হুতম স্বীকার করেন। একদিন উক্ত সম্প্রদায়ের জনেক লোকের সহিত কোটরে বসে ছিলেন, এমন সময় একজন পথিক পথ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, ঐ অবয়ব-বিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ পথিকের চখের ভঙ্গি দেখে চীৎকার করে বলে উঠ্লেন যে, "লোকটী

অত্যন্ত লম্পট। হুতম কিছুদিন ঐ অবয়ব-বিজ্ঞ লোকেদের সহবাস করে না পড়ে পণ্ডিত হয়ে উঠেছেন। যখন কোন কর্ম্ম কাজ না থাকে, তখন একবার যুগল পক্ষ বিস্তার করে বাগবাজারের পোলের ধার থেকে দক্ষিণ মুখে উড়ে গড়ের মাঠের বিশুদ্ধ বায়ু ভক্ষণ করেন আর হররকমম চেহারা দেখে তাদের মনের ভাবের পরিচয় নিয়ে আসেন। যখন কোন লোকের মুখশ্রী ভীমরুল চাকের মতন দেখেন, তখন মনে মনে ঐ ব্যক্তির পত্নীর জন্য আন্তরিক দুঃখিত হন, আর যখন কোন লোকের উত্তমাঙ্গ নির্ম্মল ও হাসি খুসি দেখেন, তখন সেই ব্যক্তির বান্ধবগণের, পরিবারের আর তার প্রণয়িনীর সৌভাগ্য চিন্তা করে হুতমের আহ্লাদ উথলে পড়ে। শাস্ত্রে 'দূরতো শোভতে মূর্খঃ লম্বাকোঁচা জামাবৃত। তাবচ্চ শোভতে মূর্খ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।" একটী কবিতা আছে, কিন্তু হুতমের মতে ঐ কবিতা দ্বারা পরীক্ষা অপেক্ষা অবয়ব দ্বারা পরীক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ; কারণ লোকে সহজেই রসনাকে আবশ্যক মত আপন বশে আনতে পারে, মিষ্ট ও কটু কত্তে পারে, আর রসনাকে আপন বশে রেখে অন্তরের ভাবকে গোপন কত্তে পারে; কিন্তু মুখের ভাবকে গোপন করা নিতান্ত সহজ কর্ম্ম নয়। বহুচেষ্টাতেও অতি অল্প ক্ষণের জন্য স্বাভাবিক শ্রীকে বিকৃত, অথবা বিকৃত শ্রীকে সুশ্রী ভাবে দেখাতে পারে, একটু অন্যমনস্ক হলেই স্বাভাবিক ভাব মুখমণ্ডলে বিকাস হয়। কৌতুহল মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ নৈসর্গিক বৃত্তি।

রেজিষ্টরীনং ১৩১।

SKETC ES BY HUTAM.

ব্যঙ্গ বর্ণন
ও
সাপ্তাহিক নক্‌সা।

ক্রুধ্যন্তি মূর্খা ন বিপশ্চিতো জনাঃ।
আকর্ণ্য তথ্যং বহুশোহপভাষিতম্॥

ভাগ ১] [সংখ্যা ৪

কলিকাতা শনিবার। ২রা জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৫ই মে।

সংবৎ ১৯৩২। সন১২৮২সাল। ইং ১৮৭৫।

হুতমের নিয়ম।

কলিকাতা।

হুতমের প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

মূল্যের নিয়ম।

বাৎসরিক	অগ্রিম	৪টাকা
ষাণ্মাসিক	,,	২॥০ ,,
মাসিক	,,	।৵০আনা

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে হুতম প্রেরিত হইবে না।

হুতম উড়িয়া যাইবে, সুতরাং মফস্বলে অতিরিক্ত ডাকমাসুল লাগিবে না।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার, হুতমের শেষ পৃষ্ঠায় করা যাইবেক।

মণি অর্ডার, ডাক টিকিট, রসিদ টিকিট, ইহারমধ্যে যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই হুতমের

মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন। কিন্তু যিনি ডাক ও রসিদ টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহাকে ফিঃ টাকায় /০ একআনা হিসাবে ধরাট দিতে হইবে।

হুতমে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রথম ও দ্বিতীয় বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা, তৃতীয় ও চতুর্থ বার /১০ দেড় আনা, তদধিক /০ আনা মাত্র।

মফস্বলে যাঁহার নিকট হুতম নিয়মিত সময়ে উপস্থিত না হইবে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া হুতমের মোড়কখানি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, আর অত্র সহরের গ্রাহকেরা পত্র অথবা লোক দ্বারা সম্বাদ পাঠাইবেন। মোড়ক অথবা সম্বাদ পাইলে ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবেক।

হুতম সম্পর্কীয় যাঁহার যাহা বক্তব্য থাকিবেক অথবা মূল্য প্রেরণ করিবেন তিনি "হুতমের" কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে শিরোনামা দিয়া নিম্ন লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
হুতমের কর্ম্মাধ্যক্ষ।
৭৯ নং আহিরীটোলা।
কলিকাতা।

হুতমের মূল্য অগ্রিম প্রেরিত না হইলে, ৵০ দুই আনা হারে প্রতি সংখ্যার মূল্য দিতে হইবেক।

আঘাতেই প্রভুকে পদটী দিয়ে প্রাণ রক্ষা কর্তে
া।

বরদা কমিশন প্রহসনের দ্বিতীয় নট, পুলিশ কমিশনর
য়র সাহেব, তাঁর মুখে বিষধর ফণীর চিহ্ন বর্ত্তমান,
র ন্যায় ভ্রূযুগল আকর্ণ টানা, ফণার ন্যায় উন্নত নাশিকা,
রাং তিনি স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ কত্তে পারেন
আপনার বিষময় হৃদয়ে বিষময় ভাবের অঙ্কুর ছিল,
সেই কালকূট কূটভাবের কিয়দংশ ফিয়ার সাহেবের
পাত্রে, আপনার খয়েরখা রাহুজী দ্বারা নিবিষ্ট
, এক দিকে তক্ষকরূপে দংশন কত্তে গেলেন,
অপর দিকে ধন্বন্তরি রূপে ঝাড়াতে গেলেন,
র কর্ম্মের রীতিই এইরূপ। রাহুজী, যার নিজের
ই, সে পরের মস্তকের বেদনা কি করে জানুতে
পরের মস্তক ছিন্ন হলে তার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।
দেহে মস্তক ছিল না বলে, হুতম তাতে কোন্
াগ অধিক আছে তা স্থির করতে পারেন নাই।
কৌউনসিলী তাঁর অবয়ব মধ্যে অবি-
াটদেশ, অনুজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় দেখে মনের ভিষণতা
ণিত তৃষ্ণা স্পষ্ট প্রতীত হয়ে ছিল। তাঁর
তার নিকট সুরগুরু বৃহস্পতিও কলকে পান না,
ার বুদ্ধির দৌড়ের কাছে, বহুমূল্য সুশিক্ষিত ঘোড়
ঘোড়াও পরাজিত। তাঁর সহিত গো ইকবারের
সিলীর তুলনার কথা মুখে আনাও নিতান্ত নির্বু-
জ, তবে হুতম পক্ষীর জাত স্বভাবত নির্বুদ্ধি,

বুদ্ধি বিদ্যা থাকলে কেন এত দিন রাঙ্গামুখ দেখে
বন্দুক দেখে ভয়ে গাচ পালার মধ্যে, বনে বাদাড়ে লুকি
থাকবেন। উভয় কোউনসিলীর গুণাগুণ তুলনা করব
একবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু স্মৃতিদেবী সেই কা
হুভমের মনে, আর একটী বিখ্যাত ইংরাজী কবির একচ
কবিতা উদয় করে দিয়েছিলেন। পাঠকগণ! অ
নারা কি সে কবিতাটী শুনতে ইচ্ছা করেন? প
মুখের কবিতা, শেখা কবিতা, এযে শ্রুতি মধুর,
আর সন্দেহ নাই, না হলে আপনারা কেন এত
এত ব্যয় করে, কেন এত আদর করে, দাঁড়ে, পিঁ
নানাবিধ পাখী আবদ্ধ করে রাখবেন। যদি
নিতান্ত ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে দক্ষিণ হস্ত উত্তোল
একবার তুড়ি দিন, একবার চুমকুড়ী দিন। ভাল
হয়েছে, তবে শুনুন।

> "Thus at the bar the booby—worth,
> Though half-a-crown o'er-pays his sweat's
> Who knows in law nor text nor marjent,
> Calls Ball-tine his brother serjeant!"

সারজেণ্ট বালেনটাইন, তিনি কমন ল
পণ্ডিত, কিন্তু এক্ষেত্রে মুখ পাততে পারেন না
খাবা পেয়ে, আর বিচারপতিদের (শ্রীবিষ্টু)
শনরদের ভাবগতিক দেখে, ভাবী ফলাফল
সেটী জানতে পেরে, বৃথা বাগাড়ম্বরের প্রয়াস
নাই। তবে যথেষ্ট পয়সা খেয়েছেন, কি করেন
সংক্ষেপে স্বকার্য্য সম্পন্ন করতে পারেন, তারি যত্ন

লম। বালেনটাইনের প্রতিমূর্ত্তিতে শুক পক্ষীর আর
ালের ভাগ প্রতীত হয়েছিল। কণ্ঠস্থ ও আবিত্তি
্যাসের অপ্রতুল দৃষ্ট হয়নাই, বক্তিতার গতিও
ক্ষণ দ্রুত ছিল।

মহামান্য কমিশনরদের মধ্যে এক জনের অবয়বে
ান্য পশুর মধ্যে হস্তীর ভাগ অধিক পরিমাণে প্রকাশ
াছিল। একজনের মুখমণ্ডলে বরাহের চিহ্ন অর্থাৎ
প্রিয়তার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। অন্যের
য় মহাবীরের আর কপোতের চিহ্ন
। স্বদেশী কমিসনরদের মধ্যে একের
সিংহের আংশিক ভাগ অধিক দৃষ্ট হয়ে
দ্বিতীয় ব্যক্তির চক্ষে আমার চক্ষের ন্যায়
ক্ষমতা জাজ্বল্যমান, আর তৃতীয়ের মুখারবিন্দে
লি ছোটবড় পক্ষীর অবয়বের চিহ্ন দেখিতে
া গিয়েছিল।

। সকল সাক্ষীদের জবানবন্দি হয়েছিল, তাদের সক
বয়বে যে যে জানোয়ারের অংশ দেখিতে পাওয়া
ল, আর তদ্দৃষ্ট তাদের অন্তরের যে যে রূপ ভাব
ানতে পেরেছিলেন, সে সমস্ত এই ক্ষুদ্র পক্ষদ্বয়ে
করে দেখান নিতান্ত দুঃসাধ্য। তবে সাক্ষ্যদের
বহুগুণাকর বলে একজন প্রধান সাক্ষ্য, তার
যেরূপ, কত্তব্যেও সেইরূপ, যতগুণ জগতে আছে,
য্যের অদৃষ্টে ঘটনা হয় না, অথবা মনুষ্যেরা যে
গুণগ্রাম হৃদয়ে ধারণ করতে শক্ত হন না বলে

আপনার মান বজায় রাখবার জন্য যে সকল গুণ
ঘৃণা করে থাকেন, সেই সমস্ত গুণ গুণপুরুষের অবয়
অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

সাক্ষীর জবানবন্দি শুনে, মহামান্য কমিসনর
এক মত হতে পারলেন না, তাঁদের মধ্যে মতের ভি
হলো, সুতরাং সাহেব কমিসনেরা একখানি রিপোর্ট
দেশীয় কমিসনেরা আপন আপন অভিপ্রায়ে ভিন্ন২ রি
করলেন। বিচারপতি কৈলাশ পর্ব্বত থেকে, নন্দি
সৎপরামর্শে সাহেবদের রিপোর্টটী গ্রা
তাঁদের বিচক্ষণতার কাছে দেশীয়দের
নই সমযোগ্য হতে পারেনা। দুর্ভাগা মলহা.
অদৃষ্টে, ছেঁড়া চেটায় শুয়ে লাক টাকার স্বপ্নের ন
উঠল। কোথায় বরদার রাজা, কোথায় কারাগার
হুতম অবয়ব দেখে যে সকল অন্তরের ভাব প্রকা
লেন এ সমস্ত কতদূর বিশ্বাস যোগ্য তা পাঠক
বিবেচনার উপর রক্ষিত হোল। লোকের অ
যতদূর জানোয়ারের আংশিক ভাব অধিক থাকনা
সে ব্যক্তি যদি নিজের সদাচার, সদ্ব্যবহার ও স
দ্বারা যদি অবয়বের বিপরীত কার্য্য দ্বারা জন
পরিচিত হতে পারেন, তা হলে যে তিনি অবয়ব বি
মুখে কালীচুন দিতে পারেন, তাতে আর সন্দে
যাঁরা আপনাদের মুখশ্রী আয়নাতে দেখে দত্তে
না যান, যাঁরা কদাকার হয়েও সেই সামান্য দো
অন্তরের সদ্গুণের দ্বারা ঢাকতে চেষ্টা করেন, তাঁরা

তাঁদের আন্তরিক গুণ সমূহের দ্বারা বিখ্যাত হয়ে অবয়ব-বিজ্ঞদের বিজ্ঞতার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হন। হুতম অনেক কার্ত্তিকের মতন সুশ্রী পুরুষ আর কামদেবের রতি মতন সুন্দরী স্ত্রী দেখেছেন, কিন্তু তাঁদের মন এত-দূর ·প কার্য্যে কলুষিত যে, তাঁদের সেই মনোরঞ্জন প্রতি-মূ ·াক্ষাৎ নারকি মূর্ত্তির ন্যায় বোধ হয়েছে। আবার ক ·ার পুরুষ অথবা স্ত্রী এমনি আন্তরিক গুণে ভুষিত যে ·দের সেই কুদর্শন দেহ হুতমের নিকট পবিত্র স্বর্গীয় লো ·র ন্যায় অনুভুত হয়েছে। প্রাচীন গ্রিস বাসী, সকরটীস নামক বিখ্যাত পণ্ডিতের কতিপয় ছাত্র, একদিন একজন অবয়ব-বিজ্ঞ লোককে তাঁদের অধ্যাপকের অবয়ব দেখে আন্তরিক ভাব অবগত হবার জন্য সঙ্গে করে অ· ·কের নিকট আনয়ন করে। ঐ অবয়ব-বিজ্ঞ ব্যক্তি সকরে·সের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করে বলেন যে, ইনি অত্যন্ত সুরাপায়ী লম্পট। শিষ্যেরা এই কথা শুনে উচ্চহাস্যে ঐ অবয়ব বিজ্ঞ লোককে উপহাস করতে প্রবৃত্ত হলে অধ্যাপক শিষ্যদের বলেন যে, এই ব্যক্তি যা বলেছেন তা সব সত্য। তাঁর অন্তরের ভাব পুর্ব্বে অবয়ব-বিজ্ঞ যে রূপ বর্ণন করলেন সেই রূপই ছিল, তবে তিনি বিদ্যা ও জ্ঞান বলে, সেই কুপ্রবৃত্তি সমুহকে দেহ থেকে দূরীকৃত করেছেন। হুতমের প্রার্থনা, যে সকল দেহে জানোয়ারের ভাগ অধিক আছে, তাঁরা যেন যত্ন সহকারে, বিদ্যা ও জ্ঞানের সাহায্যে সেই সকল জানোয়ার বৃত্তি অন্তর হতে দূর করতে সর্ব্বদা চেষ্টা পান।

পেঁচো পোদ্দারের ছেলে, বাবু নবকুমার রায় চৌধুরী।

আজব সহরের কিছু দূর পূর্ব্বে ভাগ ড়ো নামে একটী পল্লী আছে। পাঠকদের মধ্যে যাঁরা ভুগোল খগোল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তাঁরা বঙ্গদেশের মান-চিত্র দেখলেই জানতে পারবেন ঐ পল্লীটী কোথায়। কিন্তু পাছে পাঠকদের অনর্থক ক্লেশ হয়, ম ত্রে ঐ গ্রামটী দেখতে না পান, সেজন্য এস্থলে বলা আবশ্যক যে এখন আর ঐ গ্রামের সাবেক নাম নাই নাম পরিবর্ত্তন হয়েছে, উপস্থিত নাম ভাগ্যধরপুর। সন ১২০৭ সালে ঐ গ্রামে পেঁচোপোদ্দার নামে একজন সামান্য চাসা একখানি ভগ্ন কুঁড়েঘরে বসবাস করত, পাঁচোর অবস্থা এত হীন ছিল যে, সকল দিন তার দুসন্ধে আহার যুটে উঠত না। জাতিতে তেলী, ছেলেবেলা থেকেই জাত ব্যবসার কৌশল কারদানীগুলি বিলক্ষণ রূপে অভ্যাশ করেছিল, কিন্তু পুঁজিপাটা ছিলনা বলে ব্যবসা বানিজ্য করতে পারে নাই। গ্রামেই উঞ্চ বিত্তির দ্বারা যা যৎকিঞ্চিৎ উপায় হোত, তারি দ্বারা

বার ভরণপোষণ করত। পরিবারের সংখ্যা
মা, স্ত্রী, একটী ছেলে আর একটী কন্যা।
স্থ গৃহস্থদের নিকট তাঁদের সুপারী বাগান
করে নিত, আর প্রত্যহঃ প্রাতে উঠে ঐ সকল
রী বাগানে গিয়ে সুপারী পেড়ে, স্বগ্রামের হাটে
র নিকটস্থ হাটবাজারে বিক্রয় করে যা পেত, তাথেকে
থম বাগানের মালিকের জমা বাবুদ কিছু দিয়ে,
কতে দৈনন্দিন জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী
করে আনত। এইরূপে কষ্টে শ্রষ্ঠে দিনপাত
। কিন্তু সকলের সকল দিন সমান যায় না,
ার অদৃষ্ট, সময় পরিবর্ত্তন প্রিয় কালের করুণ
পতিত হোল। পেঁচোর ছেলেটী মাতাপরা হয়ে
খন সে বাপের সঙ্গে হাট বাজারে যেতে আরম্ভ
এখন নবার বয়েস আন্দাজ বার বৎসর। গ্রামের
য়ের পাঠশালায়, পেঁচো নবাকে লিখিতে দিয়ে
বতনের পরিবর্ত্তে গুরুমহাশয়কে পেঁচো পান
রে মাঝে মাঝে লাউ, কুমড়া, সাকটা, কলাটা
ার বুদ্ধি, বাল্যকাল থেকেই তীক্ষ্ণ ছিল, যদিও
নবার লেখা পড়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগী
।, কিন্তু সে আপনার বুদ্ধি বলে, আর অধ্যবসায়
রে অল্প কালের মধ্যেই কড়ানে, গণ্ডাকে, গণ্ডাকে,
া আর সুভঙ্করী তেরিজ জমাখরচ আর মুট কলমে
াম অক্ষরে নাম লিখিতে শিখেছিল।
সর্ব্বদাই গুরুমহাশয়ের তামাক সাজতে হোত, আর

প্রতি দিন প্রভাতে পোড় ধরতে যেতে
সওয়ায় গুরুমহাশয়ের ফাই ফরমাসও খ
কাজেই সকাল বিকাল যে কালটুকু পাঠশা
পড়ার চর্চ্চা হোত, তার অধিকাংশ সময়ই নবার
ব্যয় হোত। নবার মা কখন কখন আক্ষেপ করে বো
যে "যদি নবাই আমার ভালকরে লেখাপড়া শিখ
পেত, তাহোলে সে পাটওয়ারীগিরী কাজের যোগ্য হো
এ আক্ষেপটী নিতান্ত অমূলক নয়। নবা যা যৎকিঞ্
লেখাপড়া শিখেছিল, তাই তার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছি
এখন আর নবার বাপকে কঞ্চিতে দাগ দিয়ে সু
হিসাব রাখতে হয় না, নবা দেনা পাওনার
একখানি তাল পাতে টুকে রাখতে আরম্ভ করলে
সেই সঙ্গে সঙ্গে পেঁচোর কপালও ধরে উঠল
বাপ বেটায় দুজনে সুপারীর কাজ আরম্ভ করে
পেঁচো দশখানি বাগান জমা করে নিতো, এখ
পরামর্শে গ্রামের প্রায় সকল সুপারী বাগানই
নিলে। গ্রামে কিম্বা নিকটস্থ হাটে বাজারে
ভাল সুবিধা হয় না, এটী নবা বুঝতে পেরে এ
কি, দুইপ্রহর, তৃতীয়প্রহর ব্যবধানের হা
সুপারী বিক্রয় করতে যেতে শুরু করলে, অ
দুপয়সা লাভও হতে লাগল। ক্রমে নবা সু
কাজটী ভাল করে শিখলে, তাতে কিসে কি রকমে
অধিক হতে পারে সেটী মনে মনে ভেবে স্থির করে,
একদিন রাত্রিতে আহারাদির পর, বাপকে দূরদেশ

সুপারী বিক্রয় করতে যাবার কথা উত্থাপন করলে। পেঁচে। প্রথম এই কথা শুনে, হাস্য সম্বরণ করতে পারে নাই উচ্চৈঃস্বরে খিল খিল করে হেসে উঠে বল্‌লে, "দূর দেশে ব্যবসা করতে যাওয়া অল্প পুঁজীর কাজ নয়, অনেক টাকার দরকার, অল্প মাল নিয়ে গেলে যা যৎকিঞ্চিৎ লাভ হবে, তা রাহা খরচ দিতেও কুলান হবে না, শেষে পুঁজী ভেঙ্গে খেয়ে ঘরে ফিরে আসতে হবে।" নবা বুঝলে যে কথাটী নিতান্ত অমূলক নয়, কাজেই সেদিন আর সে বিষয়ে কোন কথা কইলে না, কিন্তু সে ভগ্নোৎসাহী হয় নাই। নবা একটু লেখাপড়া জানত আর বুদ্ধিও ছিল, সেই কারণে তার স্বজাতীদের মধ্যে প্রায় সকলেই নবাকে ভাল বাসত। নবা গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যবসাই[illegible]র সঙ্গে সর্ব্বদা ব্যবসার কথা কইত, আর তাদের ক[illegible]ন দেশে কি রূপ ব্যাপার হয়, হরেক রকমের কথা [illegible]ত, ক্রমশ তাদের বিশ্বাস ভাজন হয়ে উঠেছিল [illegible]হারানন্দ পোদ্দার ঐ গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী [illegible] তার চালানের কাজ ছিল, সর্ব্বদাই তিনি হরেক-রকম [illegible]ল কলিকাতায় ও অপরাপর ঠিকানায় পাঠাতেন [illegible]বার প্রতি মা লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টি পড়েছে, সুতরাং নবার মনস্কামনা সিদ্ধি হবার একটী সুযোগ উপস্থিত হলো। হারানন্দ পোদ্দারের একখানি ডেড়শোমোনী সুপারীর কিস্তি সেই সময় ঘাটে বোঝাই হোয়েছিল, দুদিন এক দিনের মধ্যে খুলে যাবার স্থিরতা ছিল। দৈবাৎ চড়নদারের ব্যামহ উপস্থিত হলো, আর অন্য চড়নদারে

সে সময় উপস্থিত ছিল না। হারানন্দ পোদ্দারের নবার উপর বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, তিনি নবাকে ঐ কিস্তির চড়নদার হয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। নবার, চপত্র কিছুই লাগবে না, তা সওয়ায় বিক্রয় করে যা লাভ হবে তার দু-আনা রকম বখরা নবা পাবে। "হাবা ভাত খাবি না হাত ধুয়ে বোসে আছি" নবা তৎক্ষণেই সম্মত হলো, কেবল তার কিঞ্চিৎ নিজের মাল ঐ কিস্তিতে লিয়ে যাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে আর পিতার নিকট আজ্ঞা লবার একটী মৌখিক আপত্তি করলে। হারানন্দ নবাকে পাঁচমোন মাল, ঐ কিস্তিতে বিনা খরচায় লয়ে যেতে আজ্ঞা দিলেন, আর নবার পিতাও লোক-দেখান হুঁ নার পর, সম্মত হয়ে চড়নদার হয়ে কলিকাতায় যেতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু সত্য কথা লতে কি নবার মা, নবার কলিকাতায় যাবার কথা শুনে [illegible]রে আকাশ থেকে পড়বার মতন, ফেলফেল করে চে[illegible] নবার দাড়ি ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল। নবা মাকে [illegible]ত্বনা করে, বিদায় লয়ে সুভক্ষণে কিস্তি ভাসিয়ে ক[illegible]তায় যাত্রা করলে, সে সময় নবার বয়েস ষোল [illegible]র। নবা কলিকাতায় ভালয় ভালয় পহুঁছেছিল, পথে কোন রকম আপদ বিপদ ঘটনা হয় নাই। কলিকাতার পোস্তার ঘাটে কিস্তি এলে, নবা কারও আড়তে মাল না তুলে, মাল কিস্তিতেই রেখে আপনি বাজারে বেড়িয়ে দাম দস্তর জানতে লাগল, আর দালালের দ্বারা আপনার মালের দর দাম ও করতে লাগল। এক দিন দুদিন সুবিধা মত দর,

রেজিষ্টরীনং ১৬১।

SKETCHES BY HUTAM.

হুতম !

ব্যঙ্গ বর্ণন

ও

সাপ্তাহিক নক্সা।

ক্রুধ্যন্তি মুর্খা ন বিপশ্চিতো জনাঃ।
আকর্ণ্য তথ্যং বহুশোঽপভাষিতম্ ॥

ভাগ ১] [সংখ্যা ৬

কলিকাতা শনিবার। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ২৯সে মে।

সংবৎ ১৯৩২। সন১২৮২সাল। ইং ১৮৭৫।

হুতমের নিয়ম।

কলিকাতা।

হুতমের প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ দুই আনা মাত্র।

মূল্যের নিয়ম।

বাৎসরিক	অগ্রিম	৪টাকা
ষাণ্মাসিক	,,	২॥০ ,,
মাসিক	,,	।৶০আনা

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে হুতম প্রেরিত হইবে না।

হুতম উড়িয়া যাইবে, সুতরাং মফস্বলে অতিরিক্ত ডাকমাশুল লাগিবে না।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার, হুতমের শেষ পৃষ্ঠায় করা যাইবেক।

মণি অর্ডার, ডাক টিকিট, রসিদ টিকিট, ইহারমধ্যে যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাতেই হুতমের

মূল্য প্রেরণ করিতে পারিবেন। কিন্তু যিনি ডাক ও রসিদ টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহাকে ফিঃ টাকায় /০ একআনা হিসাবে ধরাট দিতে হইবে।

হুতমে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রথম ও দ্বিতীয় বার প্রতি পঁক্তি ৵০ দুই আনা, তৃতীয় ও চতুর্থ বার /১০ দেড় আনা, তদধিক /০ আনা মাত্র।

মফস্বলে যাঁহার নিকট হুতম নিয়মিত সময়ে উপস্থিত না হইবে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া হুতমের মোড়কখানি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, আর অত্র সহরের গ্রাহকেরা পত্র অথবা লোক দ্বারা সম্বাদ পাঠাইবেন। মোড়ক অথবা সম্বাদ পাইলে ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবেক।

হুতম সম্পর্কীয় যাঁহার যাহা বব্যক্ত থাকিবেক অথবা মূল্য প্রেরণ করিবেন তিনি "হুতমের" কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে শিরোনামা দিয়া নিম্ন লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
হুতমের কর্ম্মাধ্যক্ষ।
৭৯ নং আহিরীটোলা।
কলিকাতা।

হুতমের মূল্য অগ্রিম প্রেরিত না হইলে, ৵০ দুই আনা হারে প্রতি সংখ্যার মূল্য দিতে হইবেক।

রেস্তশূন্য আমীর।

হারানন্দ বাবু তিন বৎসর বাঙ্গালা পাঠশালায় অধ্যয়নের পর, মাতৃভাষায় কৃতবিদ্য হয়ে উঠেছিলেন, অক্ষর পরিচয় হয়েছিল, বাঙ্গালা বই আবৃত্তি করতে ঠেকত না, কাগের ছা, বগের ছার মতন অক্ষরে আপনার নাম লিখতে পারতেন, আর অ কারের পর অ কার কিম্বা আকার থাকিলে অ কারের স্থানে আ কার হয়, আ কার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়, এইরূপ ব্যাকরণের বুৎপত্তি জন্মেছিল, এ সওয়ায় ৩ আর ২এ পাঁচ হয়, তা থেকে ১ বাদ দিলে ৪ থাকে, আর সোজা সোজা হরণ পূরণাদি অঙ্ক কস্‌তেও পারতেন। হারানন্দ বাবুর মাতামহ, হ[illegible]কে আর বাঙ্গালা পাঠশালায় না রেখে, ইংরাজী শি[illegible] দেওয়া উচিত অনুমান কোরে, সহরের প্রধান ইস্কু[illegible] বাবুকে ভর্ত্তি কোরে দিলেন। হারানন্দ বাবুর বয়স তখন আট বৎসর। বাবুর ইংরাজী ইস্কুলে প্রবেশের অনতিকাল পরেই বাটীতে পড়া বলেদেবার জন্য এক জন মাষ্টার নিযুক্ত হলো, প্রত্যহ সন্ধ্যের পর এক ঘণ্টা কোরে পড়াবে, বেতন মাসিক চার টাকা। বাড়ীথেকে ইস্কুল একটু ব্যবধানের পথ, পাছে ভাত মুখে দিয়ে চলে গেলে ব্যাম পীড়া হয়, এই আশঙ্কায় হারানন্দ বাবুর মা, বাবুকে ইস্কুলে পোঁছে দেবে আর আনবার জন্য এক খানি সোয়ারী বন্দবস্ত করে দিলেন।

বাবুর বুদ্ধির দৌড় বাল্যকাল থেকেই বিলক্ষণ ছিল, এমন কি বৎসর চুই ইংরাজী অধ্যয়নের পরেই প্রাইভেট শিক্ষকের পড়ান ভার হয়ে উঠেছিল, বাবু মাষ্টারের বিদ্যা বুদ্ধির পরীক্ষা করতে আরম্ভ করেদিলেন। প্রাইভেট মাষ্টার দেখলেন যে, বাবুর বুদ্ধি কাজীল, সে বুদ্ধির কাছে কলকে পাওয়া দায়, কাজেই তিনি "স্বকর্ম্মমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ" এই বচনটীর সার মর্ম্মানুষায়িক কার্য্য করতে আরম্ভ করলেন, গল্প গুজব, মিছে কথায় সময়টী কোন মতে কাটিয়ে দিতে লাগলেন। বাবুর মাতামহের ভয়ে পাঠ্য পুস্তক খানি সম্মুখে খুলে রেখে আরব্য উপন্যাসের শত ছিলিমী, সহস্র ছিলিমী গাঁজাখোরী উপকথা আর নানাবিধ খোস গল্পে বাবুর ও বাবুর মাতামহের মনোরঞ্জন করে সময় কাটাতেন। হারানন্দ বাবুর বাটীতে পড়া শুনা এইরূপ দিন দিন বৃদ্ধি হতে লাগ[illegible]র বিদ্যালয়ের পাঠও ততোধিক উন্নতি লাভ করতে [illegible]। বাবু বিদ্যালয়ে গিয়ে সমবয়স্ক বালকদের সঙ্গে বৃথা গল্প যুড়ে দিতেন, আপনিও পড়ায় মনোযোগ দিতেন না, অপরাপর বালককেও পড়তে দিতেন না। যদি কোন সুবুদ্ধি বালক বাবুর কথায় কান না দিয়ে আপনার অধ্যয়নে মনোনিবেশ করত, তা হলে হারানন্দ তার বই খানি হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করতেন, নাহয় গাত্রে এমনি জোরে চিমটী কাটতেন যে, সে তার জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়া শুনা সমস্ত ভুলে যেত; যদি কোন বালক অধ্যাপকের নিকট বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ

করতে চাইত, তা হলে বাবু তাকে পথে উত্তম মধ্যম প্রহারের ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করতেন। হারানন্দ বাবুর সঙ্গে বাড়ী থেকে এক জন আরদালী দরওয়ান ইস্কুলে আসত, এ ভিন্ন বাবুর পালকীর চারজন রওয়ানী বেহারা ছিল, এত সহায়, আর লোক বল থাকতে, বাবুর অপেক্ষা বলবান বালকদের, তিনি দৃক্‌পাত করতেন না। ক্লাশের অধিকাংশ ছাত্রই বাবুরে ভয় কোরত, এমন কি শিক্ষকও বাবুর জ্বালায় সুস্থির থাকতে পারতেন না। হারানন্দ বাবু এক দিন পুরাণো পড়া বোলতে পারেন নাই, সেই অপরাধে শিক্ষক বাবুকে বেঞ্চির উপর এক পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন, বাবুর মুখ দেখে সে সময় বোধ-হয়েছিল, বুঝি তিনি তখনি শিক্ষককে তাঁর অত্যাচারের সমুচিত প্রতিফল সেই স্থলেই দেন; কিন্তু বাবু তখন কোন কথা বলেন নাই, মনের রাগ মনেতেই গোপন করে রেখেছিলেন। ইস্কুলের ছুটীর পর, মাষ্টার ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেলে, হারানন্দ সকল ছাত্রকে ডেকে এই কথা বল্লেন যে "ভাই সকল! আমার আজকার অবস্থা তোমরা সকলে স্বচক্ষে দেখেছ, কিন্তু তোমরা মনে মনে আমার অবস্থা দেখে আহ্লাদিত হয়ো না, আজ আমার যে দশা ঘটেছে, কাল তোমাদেরও সেই দশা ঘটতে পারে, তা মাষ্টার যাতে কিঞ্চিৎ শিক্ষা পান, আর এমন কুব্যবহার না করেন তার উপায় নির্দ্ধারণ করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য, তোমরা যদি সকলে আমার মতে সম্মত হও, আর আমাদের যা করা হবে সেটীকেও প্রাণ

থাকতে প্রকাশ না কর, তা হলে আমি এর প্রতীকারের ভার স্বয়ংই লতে সম্মত আছি।” ছাত্রেরা হারানন্দকে যমের মত ভয় করত, এই এড্রেস সমাপন হলে, অগত্যা সকলেই সম্মত হলো, বাবু যা করবেন তা কেহ কাহার নিকট প্রকাশ করবে না এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হলো। হারানন্দ বাবু সমস্ত রাত্রি মাষ্টারকে কিরূপে জব্দ করবেন, সেটী মনে মনে চিন্তা করে এক রকম স্থির করে রাখলেন।

পর দিন ইস্কুলে ৮টা না বাজতে বাজতে তাড়াতাড়ি আহার করে পালকীতে সওয়ার হয়ে যাত্রা করলেন, ইস্কুলের নিকটে পৌঁহুছে, বেহারাদের বাটী ফিরিয়ে দিয়ে আর আরদালীর হস্তে কেতাবগুলি দিয়ে ইস্কুলের দ্বারে অপেক্ষা করতে আদেশ করে তাকে বিদায় কল্যেন। ইস্কুলের সামনে আশে পাশে দু একখানি ছেলে ভুলান গোচের কাগচ কলমের যে দোকান থাকে, তারি একখানির সম্মুখে বাবু উপস্থিত হয়ে দু পয়সা মুল্যের ছোট ধারালো আলপীন কিনে জামার পকেটে গোপন করে ধীরে ধীরে ইস্কুলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তখনও বালকেরা কেহই আসে নাই, দুটী একটী যারা এসেছে, তারা ইস্কুলের কম্পাউণ্ডে খেলা করচে। হারানন্দ বাবু সুযোগ দেখে ক্লাশের মধ্যে গমন করে, মাষ্টারের কেদারার চতুঃধারে আলপীনগুলি উপর মুখ সংলগ্ন করে রেখে, আবার ক্লাশথেকে বাহির হয়ে মালীর ঘরে সহাধ্যায়ী ছাত্রদের অপেক্ষা করতে লাগলেন। বাবু যখন মালীর ঘরের ভিতর থেকে দেখলেন যে অনেকগুলি

ছাত্র এসে ক্লাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তখন তিনি আস্তে আস্তে কেতাবগুলি হাতে করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। হারানন্দ বাবুর গৃহ মধ্যে প্রবেশের অনতি বিলম্বেই ইস্কুলের রাম ঘণ্টাতে টুং টাং ঢং ঢাং করে দশটা বাজল, মাষ্টার মহাশয়ও গোঁপে তা দিতে দিতে গজেন্দ্র গমনে পাঠগৃহে প্রবেশ কল্লেন। হারানন্দ বাবুর বুকের ভিতর তখন যেরূপ সজোরে পেশীর চালনা হচ্ছিল, বোধহয় একটু মনোযোগের সহিত কান দিয়ে শুনলে বেগোর ষ্টেটেশকোপ অমনি ফুস্‌ফুসীর প্রহার শব্দ শোনা যেত। কিন্তু সে সময় ইস্কুল প্রথম আরম্ভ হচ্চে, ছেলেদের হৈ হৈ শব্দে, আর আগত বালকদের পাদুকার শব্দে, অন্য কোন শব্দ, (অতি উচ্চ শব্দ ভিন্ন) শ্রবনগোচর হবার সম্ভাবনা ছিল না। মাষ্টর মহাশয় পাঠগৃহে প্রবেশ করে দুবার চারবার পায়চারীর পর "Less noise" এই বাক্যগুলি উচ্চৈস্বরে বলে, যেমনি চৌকিতে উপবেশন করেছেন অমনি তাঁর অধোদেশে কতকগুলি আলপীন ফুটে গেল। মাষ্টার মহাশয় "বাবা রে, মা রে, গেলুম রে" ইত্যাদি আত্মধ্বনি করে বেগে গাত্রোত্থান কল্লেন, হারানন্দ বাবু 'কি হয়েছে মহাশয়! কি হয়েছে মহাশয়!' এই কথা ব্যাগ্রতার সহিত বলে, আপনার স্থান থেকে উঠে শিক্ষকের নিকট গিয়ে আলপীনগুলী মাষ্টারের অধোদেশ হতে উৎপাটন করতে লাগলেন, আর "কে এমন কাজ করলে, কার এতবড় আস্পর্দ্ধা" এইরূপ